মহানবীর (সা)
মি'রাজ ও বিজ্ঞান

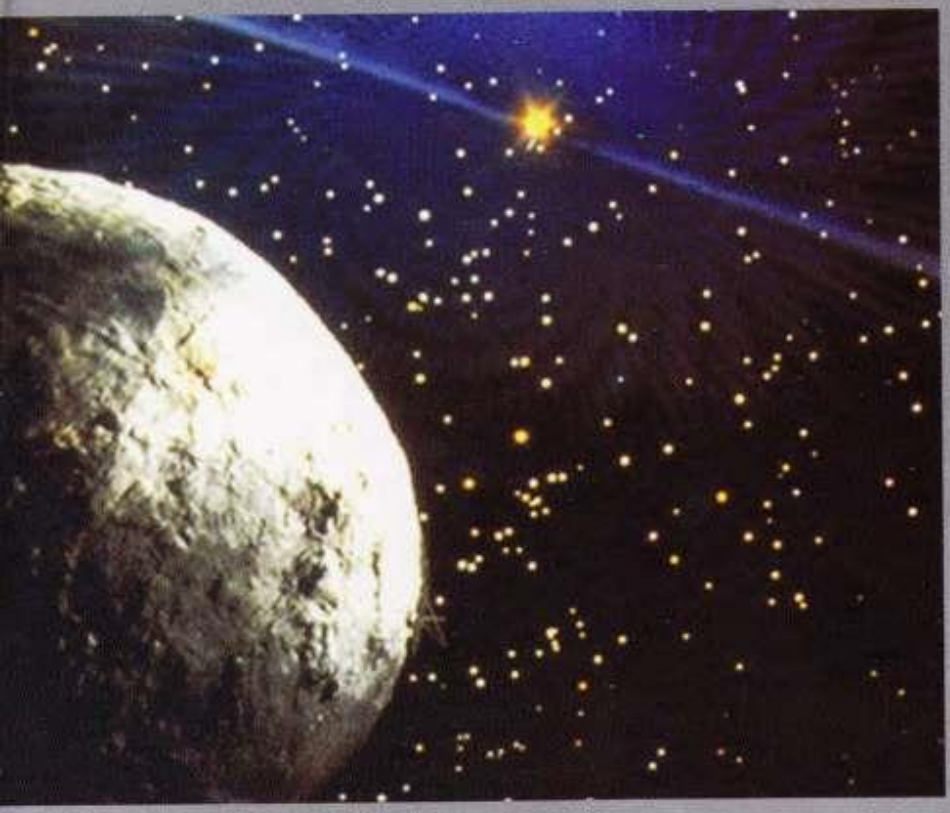

মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা

মহানবীর (সা)
মি'রাজ ও বিজ্ঞান

লেখক
মোঃ মাসুম বিল্লাহ্ বিন রেজা
প্রভাষক, গ্রন্থ প্রণেতা, সহ-সম্পাদক
রেডিও ও টিভি ব্যক্তিত্ব, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পরিবেশনায়
আহ্সান পাবলিকেশন
কাটাবন ❖বাংলাবাজার ❖মগবাজার

www.pathagar.com

মহানবীর (সা) মি'রাজ ও বিজ্ঞান

মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা
মোবা : ০১৭২০-২১৪৯৬১
masumbillahraj84@gmail.com

ISBN : 978-984-90135-0-1

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
প্রোপ্রাইটর
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রকাশকাল
জুন, ২০১২
জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯
রজব, ১৪৩৩

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন-৮৬২২১৯৫, মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য : ষাট টাকা মাত্র

(MOHANOBIR (sm.) MIRAZ O BIGGAN (Ascension of the holy prophet sm. and Science) written by Md. Masum Billah Bin Reja. Published by RAQS Publications, 230 New Elephant Road, Dhaka-1205 First Edition June-2012 Price **Tk. 60.00** only

Raqs-17

www.pathagar.com

তুহ্ফা

দাদা মোঃ আঃ জাব্বার সরকার, দাদী মোসাঃ সাহেরা খাতুন নানা মোঃ আশরাফ আলী সরকার, মোঃ হায়দার আলি সরকার (চাচাতো নানা), চাচা, চাচী, মামা, খালা, খালু এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনসহ সব মু'মিন-মুসলিমের আত্মার মাগফিরাত কামনায়–

আল্লাহ এ নগণ্য তুহ্ফা কবুল করে নাও

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

আমার এ কীর্তি স্মরণ করাবে আমার স্মৃতি।
তাই আমার অগোচরে দু'আ করো আমার তরে ॥

www.pathagar.com

অভিমত

বর্তমান Science এবং Technology-এর যুগে স্নেহবর মোঃ মাসুম বিল্লাহ্ বিন রেজা-এর 'মহানবীর (সা) মি'রাজ ও বিজ্ঞান' গ্রন্থটি গবেষণামূলক, কুরআনিক তথ্যভিত্তিক, যুগোপযোগী এবং সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি এ মূল্যবান গ্রন্থটি পড়ে দেখেছি। এ গ্রন্থে তিনি যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা নিখুঁত ও বাস্তব সত্য। সুতরাং তার গ্রন্থটি যেমন তথ্য ও তত্ত্বমূলক, তেমনি বিস্তারিত ও অকাট্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি বাংলা ভাষা-ভাষী লোকদের জন্য অনেক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ। তার আরও গ্রন্থ রয়েছে। আমি এসব গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করছি এবং আন্তরিকভাবে দু'আ করছি যেন মহান আল্লাহ্ তাঁর এরূপ লেখনী শক্তির ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

ডা. মোঃ হামিদুল হক
এম.বি.বি.এস
পিএইচ-ডি (মেডিসিন)
এফআইএজিপি (ভারত)
অতিরিক্ত প্রধান চিকিৎসক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

আত্মনিবেদন কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى عَبْدِهِ الْمُجْتَبٰى الْمُصْطَفٰى وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

প্রারম্ভে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও তা'রীফ করছি, যার অশেষ কৃপায় এ গ্রন্থটি জনগণের কাছে উপস্থাপন করার তাওফীক হয়েছে। মহামানবদের মহামানব হযরত মুহাম্মাদের (সা) উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনকে (ইসলাম) পূর্ণতা দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকে বিভিন্ন মু'জিযা দ্বারা সাহায্য করেছেন যা সৃষ্টিকুলকে তাদের রচিত বিধানের মুকাবিলায় ব্যর্থ ও অক্ষম করে দিয়েছে এবং যা দিয়ে তাঁরা তাঁদের কওমকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। রহমাতুল-লিল আলামিন, সাইয়িদুল মুরসালিন, খতিমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদের (সা) জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর, তাৎপর্যপূর্ণ ও অলৌকিক ঘটনা হল, মি'রাজ। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি এরূপ অভিনব ঘটনা আর দ্বিতীয়বার ঘটেনি। ভবিষ্যতেও ঘটবে না। নবীজীর জন্য খাস (নির্ধারিত)।

যে মালা গাঁথে, ফুল তৈরি করা তার ইচ্ছাধীন নয়। বনরাজির প্রস্ফুটিত পুষ্প স্বহস্তে চয়ন করে এনে একান্ত মনের স্বপ্নিল বাসনায় সে সুতায় গাঁথে মাত্র। তবুও তার দায়িত্ব অনেক। পুষ্পের চয়নিক নিপুণতা যত সুচারু হবে, মালার উৎকর্ষ ও সৌন্দর্যও ততখানি বৃদ্ধি পাবে। সেখানেই তার সার্থকতা। আমার ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। মহান নবীর (সা) এক রাতের ক্ষণকালে মক্কা থেকে যেরুযালেমে যাওয়া এবং সেখান থেকে সাত আকাশ পাড়ি দিয়ে আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে বহু অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে আবার মক্কায় ফিরে আসা এটাই মি'রাজ।

www.pathagar.com

রাসূলের (সা) মি'রাজ আত্মিক ছিলো না বরং দৈহিক ছিলো। এটা কুরআনের অনেক আয়াত ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মি'রাজ দৈহিকভাবে সংঘটিত হয়েছে এ ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। অনেকে বিজ্ঞানের প্রমাণ দিয়ে বলেন, স্থূলদেহী মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (সা)। জড়জগতের নিয়ম-নিগড়ে তিনি আবদ্ধ। তাই তিনি কিভাবে আকাশ পথে বিহার করতে পারেন? বর্তমান এ বিজ্ঞানের যুগে 'মানব সৃষ্ট' বিজ্ঞানই প্রমাণ করে দিয়েছে মহানবীর (সা) মি'রাজ দৈহিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। বিশেষ করে Dynamics (গতি বিজ্ঞান) যাদের জানা আছে, তারা অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন মহানবীর (সা) মি'রাজ দৈহিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। এ গ্রন্থের 'মি'রাজ সম্পর্কে বিজ্ঞান কি বলে?' নামক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আমি প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি।

পৃথিবীর ইতিহাসে যেহেতু সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা মি'রাজ, সেহেতু মি'রাজের ব্যাপারে বাজারে কাল্পনিক কাহিনী ও গালগল্পের ব্যাপক ছড়াছড়ি হয়েছে। মি'রাজের বিষয়টি মুসলিমদের ঈমানের (বিশ্বাসের) একটি অঙ্গ। তাই এর মধ্যে কাল্পনিক কাহিনী ও গালগল্পের প্রচার না হওয়াই কাম্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় মি'রাজের নামে বহু আজে-বাজে কথা বাজারে রটেছে এবং ঐগুলোই সাধারণ জনগণের কাছে প্রকৃত ব্যাপার মনে হয়েছে। তাই মি'রাজের প্রকৃত ঘটনা জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য আমি কলম ধরেছি।

২০০৮ ইং সালে মি'রাজ বিষয়ে ২টি পত্রিকায় আমার কতক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সে প্রবন্ধগুলো এক করে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন। তারই বহিঃপ্রকাশ এ গ্রন্থটি। গ্রন্থটির তথ্যের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং হাদীসের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র দিয়েছি।

গ্রন্থটি লেখার কাজে আমার বাবা মাওলানা মোঃ রেজাউল করিম, মা সুফিয়া বিনতে আশরাফ, ভাই হাফিয আল মামুন, ভাবী হাফিযা আয়িশা সিদ্দিকা, বোন আমাতুর রাকিবা, ভগ্নিপতি শামসুল হক এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আমাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন এবং বন্ধুরাও উৎসাহ যুগিয়েছেন (মোঃ গিয়াছুদ্দীন)। বিশেষ করে শাবনাজ রুকাইয়া (ছোট খালাতো বোন) বলে, আপনি তো ভালই লিখেন। আমি আপনার লেখা পড়ি। খাদিজা বিনতে মুহূর (নানী)

www.pathagar.com

বলেন, টেলিভিশনে প্রোগ্রামের সময় তোমার মুখ গম্ভীর থাকে কেন? একটু হাসিখুশি থাকবে। হে আল্লাহ ! তুমি আমার নানী, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনসহ সব মুমিন-মুসলিমকে (যারা বেঁচে আছে) সুস্থ রাখো।

এ গ্রন্থটি লিখতে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য লেখকের সাহায্য নিতে হয়েছে আমাকে। আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি নির্ভুল ও সুন্দর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এরপরেও বিজ্ঞ পাঠকের চোখে কোনো ভুল ধরা পড়লে প্রমাণসহ অবহিত করার অনুরোধ রইলো।

এ গ্রন্থটি দ্বারা জনগণের উপকার হলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রয়াস কবুল করুন এবং এ গ্রন্থটি প্রকাশ ও প্রচারের সাথে যুক্ত সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে মহাপুরস্কার দান করুন। আমীন ॥

রজব-১৪২৯ হিজরি

বিনয়াবনত

মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা

সিতলাই, পবা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

ইসরা ও মি'রাজ সম্পর্কে
মহান প্রভুর ভাষ্য

سُبْحَانَ الَّذِيْٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى

'পবিত্র তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের কিছু অংশে মসজিদে
হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন।'
(সূরা বানী ইসরাঈল, ০১)

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. ইসরা ও মি'রাজ কাকে বলে ? ॥ ১১
২. মি'রাজ কেন এবং কখন হয়েছিল ? ॥ ১৩
৩. মহানবীর (সা) বক্ষবিদীর্ণকরণ ॥ ১৮
৪. বুরাক, সিঁড়ি এবং রফরফের পরিচয় ॥ ১৯
৫. মি'রাজ সম্পর্কে বিজ্ঞান কি বলে ? ॥ ২১
৬. মহানবীর (সা) স্বশরীরে মি'রাজ ॥ ৩১
৭. মহান আল্লাহর দর্শন প্রসঙ্গ ॥ ৩৬
৮. ইসরার শুরু ॥ ৪২
৯. মক্কা মুকাররমা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস যাত্রা ॥ ৪৩
১০. হুরদের সাথে আলোচনা ॥ ৪৯
১১. আকাশসমূহে রাসূল (সা) ॥ ৫০
১২. সিদরাতুল মুনতাহা ও বায়তুল মা'মূরে রাসূল (সা) ॥ ৫৫
১৩. ঝর্ণা, জান্নাত এবং জাহান্নামের দিকে রাসূল (সা) ॥ ৫৭
১৪. ফেরেশতাদের কলমের আওয়াজ শ্রবণ ॥ ৫৮
১৫. মূসার (আ) সাথে আলোচনা ॥ ৫৮
১৬. পাঁচ ওয়াক্ত নামায লাভ ॥ ৫৯
১৭. মি'রাজের উপহার ও ১৪ দফা ॥ ৬০
১৮. জাহান্নামের দারোগা মালিক ॥ ৬৪
১৯. ফিরাউনের কন্যার অবস্থা ॥ ৬৫
২০. ফেরেশতাদের আযান ও আত্তাহিয়াতু প্রসঙ্গ ॥ ৬৬
২১. আবু বকরের (রা) সিদ্দিক উপাধি লাভ ॥ ৬৮
২২. কাফির হওয়া প্রসঙ্গ ॥ ৬৯
২৩. মুশরিকদের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা) ॥ ৭০
২৪. মি'রাজ অস্বীকারের ফলে উতবার পরিণতি ॥ ৭১
২৫. উৎসব, ইবাদাত, সলাতুর রাগায়েব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ ॥ ৭২
২৬. তথ্যসূত্র ॥ ৭৬

www.pathagar.com

ইসরা ও মি'রাজ কাকে বলে ?

ইসরা ঃ আসরা (اَسْرٰى) শব্দটি আরবী। এর উৎপত্তি ইসরা (اِسْرَاء) থেকে। অভিধানে অর্থ হল, রাতে নিয়ে যাওয়া, রাতে ভ্রমণ করা, রাতে চলা ইত্যাদি। 'সারিয়াহ' রাতের বৃষ্টি। এরপর 'লাইলান' নাকেরাহ যোগ করে স্পষ্ট বুঝানো হয়েছে। সম্পূর্ণ রাতে নয়, বরং রাতের কিছু অংশে। ইংরেজীতে বলা হয়, Rotation, Travel, Journey at night ইত্যাদি। আসরা (اَسْرٰى) এর ব্যবহার পবিত্র কুরআনের সূরা বানী-ইসরাঈলসহ আরও বহু জায়গায় পাওয়া যায়।

قَالُوْا يَا لُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْآ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ

'মেহমান ফেরেশতাগণ বললো, হে লূত (আ)! আমরা তোমার প্রভুর পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌঁছাতে পারবে না। অতএব তুমি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও।' (সূরা হূদ, ৮১)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوْسٰى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ

'আমি মূসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের মধ্যেই চলে যাও।' (সূরা ত্বহা, ৭৭)

وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوْسٰى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ

'আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।' (সূরা শুআরা, ৫২)

فَأَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلاً إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ

'তাহলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিবেলায় বের হয়ে পড়ো। নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।' (সূরা দুখান, ২৩)

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

'অতএব আপনি শেষরাতে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পিছে পিছে চলবেন।' (সূরা হিজর, ৬৫)

www.pathagar.com

পরিভাষায়, মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে (ভ্রমণকে) ইসরা বলা হয়।

একরাতের কিছু অংশে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে ইসরা বলে।

মি'রাজ ঃ মি'রাজ (معراج) শব্দটিও আরবী। এটি করণ কারক। যার দ্বারা আরোহণ করা হয়। এটা উরজুন (عُرْج) হতে এসেছে। অভিধানে অর্থ হল, সিঁড়ি, সোপান, ধাপ, উর্ধ্বগমন ইত্যাদি। কামুসুল ফিক্‌হ প্রণেতাও এ অর্থ করেছেন। ইংরেজীতে বলা হয়, Ascension, Flight of steps, Lader, Rung ইত্যাদি। মি'রাজ শব্দটি 'ইসমে আলার' সীগাহ। অর্থ, উপরের দিকে উঠার যন্ত্র (মাধ্যম)। সিঁড়ি যেহেতু উপরের দিকে উঠার মাধ্যম তাই সিঁড়িকে মি'রাজ বলে।

শরঈ অর্থে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে যে অলৌকিক সিঁড়ির মাধ্যমে রাসূল (সা) কে সাত আকাশের উপরে আরশের নিকটে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় সে সিঁড়িকে মি'রাজ বলা হয়।

পরিভাষায়, মসজিদে আকসা থেকে সাত আকাশ, সিদরাতুল মুনতাহা ইত্যাদি ভ্রমণকে মি'রাজ বলা হয়।

মহান আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (সা) মানব জ্ঞানের সীমা পেরিয়ে উর্ধ্বজগতে আরোহণ করে, আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য লাভ ও বাক্যালাপ করেন, তাই মি'রাজ।

এক রাতের কিছু অংশে রাসূল (সা) মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে সাত আকাশ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন- এটিই মি'রাজ। মক্কা থেকে যেরুযালেম পর্যন্ত দ্রুতগামী উটে যাবার সময় ছিলো ১ মাস এবং ফেরার সময়ও ছিলো ১ মাস।

হিজরতের পূর্বে একটি বিশেষ রাতের শেষ প্রহরে বায়তুল্লাহ হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বুরাকে ভ্রমণ, সেখান থেকে অলৌকিক সিঁড়ির মাধ্যমে সাত আকাশ পেরিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন ও পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে বুরাকে আরোহণ করে প্রভাতের পূর্বেই মক্কায় নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে মি'রাজ বলে।

উল্লেখ্য, সূরা বানী-ইসরাঈলের প্রথম আয়াত দ্বারা ইসরার এবং সূরা নাজমের (১৩-১৮) আয়াত দ্বারা মি'রাজের প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

আকায়িদে নাসাফীতে আছে, মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাসূলের (সা) ভ্রমণের নাম ইসরা যা আল্লাহর কিতাব দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর যমীন থেকে আকাশের দিকে ভ্রমণের নাম মি'রাজ যা মাশহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

মি'রাজ কেন এবং কখন হয়েছিল ?

মহানবীর (সা) মি'রাজ কেন হয়েছিল? মি'রাজের নিগূঢ় রহস্য কি? এসব প্রশ্নের জবাব একমাত্র মহান আল্লাহই ভাল জানেন। এরপরেও পবিত্র কুরআন, সহীহ হাদীস, ইতিহাস এবং সমসাময়িক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে কতগুলো কারণ বের হয়ে আসে। যেমন ঃ

মহান নবীর (সা) জন্মের পূর্বেই পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। জন্মের ৫ কিংবা ৬ বছর পরে মাতা আমিনার মৃত্যু হয়। পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর তিনি দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে লালিত-পালিত হন। মহানবীর (সা) বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন হলো, তখন দাদাও মৃত্যুবরণ করলেন। এরপরে তিনি চাচা তালিবের কাছে লালিত-পালিত হন।

মহানবী (সা) যুবক হলে খাদিজার (রা) সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ৪০ বছর বয়সে মহানবী (সা) নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন। ১০ বছর গোপন ও প্রকাশ্যে ওহীর দা'ওয়াত প্রদান করলেন। নবুওয়াতের ১১তম বছরে কাফিরেরা মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করলো। এ কঠিন সময়ে মহানবীর (সা) ঢাল ছিলেন চাচা আবু তালিব। তিনি স্বীয় ক্ষমতার প্রভাবে কাফিরদের অত্যাচার হতে মহানবীকে (সা) রক্ষা করতেন। ঘরের ভেতরে খাদিজা (রা) মহানবীর (সা) দুঃখ দূর করার জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করতেন। মহান আল্লাহর কি ইচ্ছা! এ বছরে অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে আবু তালিব ও খাদিজা (রাযি) মৃত্যুবরণ করলেন। এঁদের মৃত্যুতে রাসূল (সা) শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। হৃদয়ের সুপ্ত বেদনাগুলো দূর করার জন্য তখন আল্লাহ মহানবীকে (সা) তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন।

আল্লামা মুবারকপুরী (র) বলেন, 'একদিকে নবীর (সা) দা'ওয়াতী কাজের সফলতা আর অন্যদিকে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের চরম পর্যায় অতিক্রম

www.pathagar.com

হচ্ছিল। এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায় দূরদিগন্তে মিটমিট করে জ্বলছিল তারকার মৃদু আলো, এমনি সময়ে মি'রাজের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল।'

সূরা ইসরার শুরুতে মাত্র একটি আয়াতে আল্লাহ পাক ইসরা ও মি'রাজের এ ঘটনা এবং তার উদ্দেশ্য অতীব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। ইহুদীদের অপকীর্তিসমূহের ভবিষ্যৎ পরিণাম (ফল) বর্ণনা করেছেন। এখানে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করানোর তাৎপর্য হতে পারে এই যে, অত্বিসত্বর পৃথিবীতে ইহুদীদের কর্তৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে ও পৃথিবীতে সর্বত্র মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৫ হিজরীতে এটা বাস্তবায়িত হয় ওমর ফারুকের (রা) হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের মাধ্যমে রাসূলের (সা) মৃত্যুর চার বছরের মাথায়। উল্লেখ্য যে, ইহুদী থেকে মুসলমান হওয়া সাহাবী কা'ব আল আহবাবের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ছাখরাকে পিছনে রেখে সলাত আদায় করেন, যেখানে মি'রাজের রাতে রাসূল (সা) সলাত আদায় করেছিলেন। (আহমাদ, ইবন কাছীর)

অতঃপর তৎকালীন বিশ্বের সকল পরাশক্তি মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। এরপর উমাইয়া ও মিসরের ফাতেমীয় খেলাফাত সারাবিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে।

সর্বশেষ তুরস্কের ওসমানী খেলাফাত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাত্র ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। মুসলমান আবারো তার হারানো কর্তৃত্ব ফিরে পাবে যদি সে ইসলামের পথে ফিরে আসে। সূরাহ ইসরায় বিশ্ববিজয়ের এই ইঙ্গিতটি দেয়া হয়েছিল এমন একটি সময়ে যখন রাসূল (সা) জনগণ কর্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, মূল বিজয় নিহিত থাকে সঠিক আক্বীদা ও আমলের মধ্যে, অর্থ-বিত্ত ও জনশক্তির মধ্যে নয়।

মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয় ১২ নববী বর্ষের হজ্জের মওসূমে আক্বাবায়ে উলার কিছু পূর্বে অথবা ১৩ নববী বর্ষের হজ্জের মওসূমে অনুষ্ঠিত আক্বাবায়ে কুবরার পূর্বে। অর্থাৎ মি'রাজের ঘটনার পরপরই ইসলামী বিপ্লবের পূর্বশর্ত হিসেবে ইমারাত ও বায়'আতের ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় মিনা প্রান্তরে এবং তার পরেই তিনি মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর সেখানে ইসলামী সমাজের রূপরেখা বাস্তবায়িত হয়।

www.pathagar.com

মানব জাতির জন্য অনুসরণীয় আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ দ্বীন হল, ইসলাম। দ্বীন (ইসলাম) প্রচার করা ছিলো নবীর (সা) দায়িত্ব। তিনি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন অর্থাৎ যারা দ্বীন গ্রহণ করবে তারা আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে, আর যারা দ্বীনকে অস্বীকার করবে তারা আখিরাতে জাহান্নামে যাবে। রাসূলের (সা) ঈমান সুদৃঢ় ও মজবুত করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে স্বচক্ষে জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, হাওযে কাওছার ইত্যাদি দেখিয়েছেন। কেননা সংবাদ কখনো স্বচক্ষে দেখার মতো হয় না। অদৃশ্য জগতের যেসব খবর নবীদের মাধ্যমে জগদ্বাসীর নিকটে পৌঁছানো হয়, অহির মাধ্যমে প্রাপ্ত সেসব খবর এর সত্যতা স্বচক্ষে যাচাইয়ের মাধ্যমে রাসূল (সা)সহ বিশ্ববাসীকে নিশ্চিতভাবে আশ্বস্ত করা হলো।

রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা)। এ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তাঁকে মি'রাজে নিয়েছেন। পূর্বে ইব্রাহীম ও মূসা (আ) কে দুনিয়াতেই আল্লাহ স্বীয় কুদরতের কিছু নমুনা দেখিয়েছেন। (সূত্র– সূরা আনয়াম, ৭৬; ত্বহা, ২৩)

আর আমাদের নবী (সা) আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

'এ রাসূলদের মধ্য হতে আমি কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছি।' (সূরা বাকারাহ, ২৫৩)

শুধুমাত্র আমাদের নবীকে আখিরাতের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়ে প্রমাণ করা হল যে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। পূর্বে কেউ এ সুযোগ পায়নি এবং কখনোও পাবে না।

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস গবেষণা ও অনুসরণের মধ্যেই দুনিয়ায় সর্বোচ্চ উন্নতি এবং আখিরাতে মুক্তি ও সম্মান পাওয়া সম্ভব। অন্য পথে মানব জাতির সত্যিকারের উন্নতি ও মঙ্গল নিহিত নেই। বস্তুতঃ মি'রাজের পথ ধরেই মানুষ দুনিয়াতে কেবল চন্দ্রবিজয় নয় বরং এর চেয়ে বড় বিজয় এর পথে উৎসাহিত হতে পারে। একইভাবে সে আখিরাতে জান্নাতুল ফিরদাউস লাভে ধন্য হতে পারে।

www.pathagar.com

মি'রাজ প্রমাণ করেছে, আল্লাহ নিজ সত্তায় নিজ আরশে সমাসীন। (সূরা ত্বহা, ৫) তবে তাঁর ইলম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। (সূরা ত্বলাক, ১২; বাকারাহ, ১০৮)

তিনি নিরাকার নন, বরং তাঁর নিজস্ব আকার রয়েছে। (সূরা ছোয়াদ, ৭৫; মায়েদাহ, ৬৪) তবে তাঁর তুলনীয় কিছু নেই। (সূরা শূরা, ১১) তিনি কথা বলেন, শোনেন এবং দেখেন।

মি'রাজে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত উপহার দেয়ার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও ভীতিপূর্ণ ভালবাসার মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত সৎ মানুষ তৈরি হতে পারে এবং প্রকৃত অর্থে সামাজিক শান্তি, উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হতে পারে। অতএব সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল, মানুষের মধ্যকার আত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব সাধন। সলাতই হল, আত্ম সংশোধনের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান।

অনেকে মনে করে, সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব। এটা ভুল ধারণা। কারণ ইসলামে জিহাদ (প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা) স্বীকৃত, জঙ্গিবাদ (সন্ত্রাসবাদ) নয়।

মহানবীর (সা) মি'রাজকে ২৭শে রজব- এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত করা হলেও এ নিয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। হাফিয ইবন্ হাজার আসকালানী (র) বলেন, 'এ ব্যাপারে ১০টির বেশী অভিমত রয়েছে। তাহল, ১) কারো মতে হিজরতের ছয় মাস আগে, ২) ইমাম ইবনুল জাওযীর মতে, নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে সাতাশে রজবের রাতে, ৩) ইবন্ সা'দের বর্ণনায় আছে, হিজরতের এক বছর আগে ১৭ই রবিউল আওয়ালে, ৪) তাঁর অন্য বর্ণনায়, মি'রাজ সংঘটিত হয় হিজরতের ১৮ মাস আগে, ৫) ইবন্ আব্দুল বার বলেন, মি'রাজ ও হিজরতের মাঝে ১৪ মাসের ব্যবধান ছিলো, ৬) ইব্রাহীম হারবীর মতে, হিজরতের ১১ মাস আগে, ৭) ইবন্ ফারিস বলেন, ১৫ মাস আগে ৮) আল্লামা সুদ্দী বলেন, ১৭ মাস আগে, ৯) ইবন্ কুতাইবার মতে, আঠার মাস আগে, ১০) ইবনুল আসীরের মতে, হিজরতের তিন বছর আগে এবং ১১) ইমাম যুহরীর মতে, হিজরতের পাঁচ বছর আগে।'

কাযী সুলাইমান মুনসুরপুরী বলেন, নবুওয়াতের দশম বছরে ২৭ শে রজবের রাতে। কেউ কেউ বলেন, হিজরতের ২ বছর আগে ২৭শে রজবের রাতে।

www.pathagar.com

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, 'মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।' মূসা ইবনে ওকবার মত এই যে, হিজরতের ৬ মাস আগে। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, খাদিজার মৃত্যু নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল।

ইমাম যুহরী বলেন, খাদিজার মৃত্যু নবুওয়াত প্রাপ্তির ৭ বছর পরে হয়েছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, মি'রাজের ঘটনা নবুওয়াত প্রাপ্তির ৫ বছর পরে ঘটেছে। ইবন্ ইসহাক বলেন, মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব বর্ণনার সারমর্ম এই যে, মি'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হারবী বলেন, ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা রবিউস সানী মাসের ২৭তম রাত্রিতে হিজরতের ১ বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবন্ কাসেম সাহাবী বলেন, নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৮ মাস পরে এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করার পরে কোনো সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি।

আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (র) বলেন, 'মি'রাজ বিষয়ে সীরাত রচয়িতাদের মতামতের বিভিন্নতা রয়েছে। ১) তিবরানী বলেন, নবুওয়াতের বছরে (৬১০ খ্রঃ) মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে, ২) ইমাম নবভী ও ইমাম কুরতুবী বলেন, নবুওয়াতের ৫ বছর পরে, ৩) কোন কোন আলিম বলেন, হিজরতের ১৬ মাস আগে অর্থাৎ নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে রমাযান মাসে, ৪) কারো মতে, নবুওয়াতের দশম বর্ষে সাতাশে রজবে, ৫) হিজরতের এক বছর দু' মাস আগে অর্থাৎ নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মুহার্‌রম মাসে, ৬) কেউ বলেন, হিজরতের এক বছর আগে অর্থাৎ নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে রবিউল আওয়াল মাসে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার আগে খাদিজা (রা) মৃত্যুবরণ করেন। আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ৫ ওয়াক্ত নামায মি'রাজের রাতে ফরয করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে যে, খাদিজার মৃত্যু মি'রাজের আগেই হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু নবুওয়াতের ১০ম বছরে রমাযান মাসে হয়েছিল বলে জানা যায়। কাজেই মি'রাজের ঘটনা এর পরেই ঘটেছে, আগে নয়। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মহানবীর (সা) মি'রাজ মাক্কী জীবনে সংঘটিত হয়। ২৭শে রজব মি'রাজ ধরে নেয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো প্রমাণ নেই।

শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বায (র) বলেন, ইসরা ও মি'রাজের রাত কোনটি সহীহ হাদীসসমূহে তার কোনো নির্ধারণ নেই। এমনকি রজব মাসে না অন্য মাসে

www.pathagar.com

তাও নির্ধারণ নেই। আর যা কিছু এর নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে মুহাদ্দিসদের মতে, তা নবীর (সা) থেকে সুসাব্যস্ত নয়।

প্রফেসর ড. মোঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, সঠিক দিন-তারিখ অন্ধকারে রাখার কারণ একটাই যাতে মুসলমান মি'রাজের শিক্ষা ও তাৎপর্য ভুলে একে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় বেঁধে না ফেলে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যে থেকে আত্মিক ও জাগতিক উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের চেষ্টায় রত থাকে। দুর্ভাগ্য যে, এখন সেটাই হচ্ছে। আমরা মি'রাজের মূল শিক্ষা বাদ দিয়ে অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। আমরা এখন উন্নয়নমুখী না হয়ে নিম্নমুখী হয়েছি। মি'রাজের রূহ হারিয়ে তার অনুষ্ঠান নামক কফিন নিয়ে আমরা মেতে উঠেছি।

মহানবীর (সা) বক্ষ বিদীর্ণকরণ

মহানবীর (সা) বক্ষ বিদীর্ণকরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? (সূরা ইনশিরাহ, ০১)

শারাহা (شَرَحَ) শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য বক্ষকে প্রশস্ত করে দেয়ার অর্থে বক্ষ উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে রয়েছে,

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

অতএব আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। (সূরা আনয়াম, ১২৫)

রাসূলের (সা) পবিত্র বক্ষকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিখ্যাত কোনো পণ্ডিত দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান গরিমার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ মহান আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করতো না।

কোনো কোনো সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে বাহ্যতঃ তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল। কোনো তাফসীরবিদ এ স্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থে সে বক্ষ বিদীর্ণকেই বুঝিয়েছেন।

www.pathagar.com

মহানবীর (সা) ৩ বার বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়েছিল। যেমন মুসলিম শরীফে আনাসের (রা) বর্ণনায় রয়েছে, 'রাসূলের (সা) শিশু বেলায় তাঁর বুকটা চিরে একটি রক্ত পিণ্ড বের করে ফেলা হয়। জীব্রাইল (আ) তাঁকে [রাসূল সা] বলেন, এটা আপনার মধ্যে শয়তানের একটি অংশ। এটি শিশু বেলায় হওয়াতে রাসূল (সা) শয়তান থেকে রক্ষিত অবস্থায় লালিত-পালিত হন।'

তখনও তাঁর বুকটা চিরে এমন কিছু বস্তু তাতে ভরে দেয়া হয়, যাতে তাঁর হৃদয়টা ওহী গ্রহণ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হয়। তারপর মি'রাজ বা আকাশ ভ্রমণের আগে তাঁর বুকটা চিরে আবার তাতে এমন পদার্থ ভরে দেয়া হয়, যাতে তা আল্লাহর সাথে নির্জনে কথাবার্তা বলার যোগ্য হয়ে যায়।

রাসূল (সা) বলেন, 'আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে একটি স্বর্ণের পেয়ালায় রাখা হয়, তারপর তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হয়। এরপর আমার অন্তরকে ঈমান, হিকমত ও জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়া হয়।' (বুখারী শরীফ-১/৫৪)

জীব্রাইল আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর তাকে পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণপাত্র এনে তা বক্ষে ঢেলে দিলেন। অতঃপর তাকে বন্ধ করে দিলেন। তারপর জীব্রাইল আমার হাত ধরে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন। (বুখারী, মুসলিম)

কেউ কেউ ৪ বার বক্ষ বিদীর্ণের কথা বলেছেন। উপরের তিনটি এবং আরেকটি হল, যৌবনের সময়। এ সময় বক্ষ বিদীর্ণের উদ্দেশ্য ছিলো যৌবনের চাওয়া-পাওয়া, লোভ-লালসা, নোংরামী ইত্যাদি হতে রাসূলের (সা) অন্তরকে দূরে রাখা।

বুরাক, সিঁড়ি এবং রফরফের পরিচয়

বুরাক ঃ বুরাক শব্দটি আরবী। এটি বারকুন হতে এসেছে। এর অর্থ বিদ্যুৎ। মসজিদে হারামের সামনে একটি সাদা জন্তু ছিলো। যা আকারে গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি ছিলো। তার দু'টো উরুর মধ্যে দু'টো ডানা ছিলো। যা তার পা দু'টির কাছাকাছি ছিলো। এ জন্তুটির নাম বুরাক। বুরাকের গতিও বিদ্যুতের মতো আশ্চর্যজনক দ্রুত ছিলো। নবীজী বলেন, 'আমার নিকট বুরাক নিয়ে আসা হলো। এটা একটি সাদা লম্বা পিঠওয়ালা প্রাণী, যে তার পা রাখে দৃষ্টির শেষপ্রান্তে।' (সিলসিলা সহীহাহ, আহমাদ)

www.pathagar.com

যখন মহানবী (সা) বুরাকের উপর আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন তখন সে জন্তুটি নড়ে উঠলো। হযরত জীব্রাইল (আ) তখন জন্তুটির গায়ে মৃদু আঘাত করে বললেন, এ দেখ কি করছিস! আজ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সা) থেকে কোনো মহান ব্যক্তি তোর উপর আরোহণ করেনি। এ কথা শুনে লজ্জায় বুরাকের শরীর থেকে ঘাম নির্গত হলো। এ বুরাকটিকে অন্যান্য নবীদের জন্যও নিয়োজিত করা হতো।

তাবেয়ী সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, এ বুরাকটি সে জন্তু, যাতে চড়ে ইব্রাহীম (আ) (সিরিয়া থেকে মক্কায় তাঁর পুত্র) ইসমাঈল (আ) কে দেখতে আসেন। এ বুরাকটির দৃষ্টি যতদূর যেতো ততদূরে তার পা পড়তো।

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, বুরাকের মুখমণ্ডল ছিলো সৌন্দর্যমণ্ডিত, নয়নযুগল ছিলো বড় বড়, খুবই কালো ছিলো, সুরমাদার ছিলো, কান ছিলো খুবই পাতলা এবং নরম।

তাঁর গর্দান ছিলো মোতি দ্বারা জড়ানো। আর বাজুতে ছিলো হিরা ও জওহারের হার। পাখাগুলোতে ছিলো (الله اكبر) 'আল্লাহু আকবার' লিখা, দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত তার কদম ছিলো। তার চলন খুবই দ্রুত ছিলো।

'লাগাম, রেকাব, জিন ছিলো তাহার সাথে।
দ্রুতগামী ছিলো বেশী বিজলী হইতে ॥
যতদূর গিয়া তাহার নযর পড়িত ।
ততদূর এক লাফে যাইয়া পৌঁছিত ॥'

মক্কা মুকার্‌রমা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বুরাক যোগে হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে মহানবী (সা) বুরাকটি অদূরে বেঁধে দেন।

সিঁড়ি ঃ বায়তুল মুকাদ্দাসের কর্মসূচী সম্পন্ন করার পর নবীর (সা) কাছে সিঁড়ি আনা হয়। সে সিঁড়িতে নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ধাপ বানানো ছিলো। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে, প্রথম আকাশ এরপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে ভ্রমণ করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিলো, তার প্রকৃতস্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। ইদানিং-কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে। এ অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই।

www.pathagar.com

আবু সায়ীদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন, 'আমি যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের কর্মসূচী থেকে অবসর পেলাম তখন একটি সিঁড়ি আমার কাছে আনা হলো। এর চেয়ে সুন্দর জিনিস আমি দেখিনি। এটাই সে সিঁড়ি যার দিকে মরণাপন্ন ব্যক্তি চেয়ে থাকে যখন তার কাছে মরণ হাযির হয়। জীব্রাইল (আ) আমাকে তাতে চড়িয়ে দিলেন।' আনাস (রা) বলেন, জীব্রাইল (আ) মহানবীকে (সা) হাত ধরে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যান।

রফরফ ঃ রফরফ এর অর্থ হল, বিছানা। এটাও তুলতুলে দামী বিছানার মতো ছিলো। এটি সবুজ ধরনের। সূর্যরশ্মির চেয়েও ক্ষিপ্র তার গতিবেগ। সবুজ রঙ্গের গদিবিশিষ্ট পালকীকে রফরফ বলা হয়।

আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, মি'রাজের হাদীসে আমাদের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা) যখন সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছান, তখন তার কাছে (একটি উড়ন্ত বাহন) রফরফ আসে। অতঃপর তা তাঁকে (মহানবীকে সা) জীব্রাইলের (আ) কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং তাঁকে তা উড়িয়ে নিয়ে যায় আল্লাহর আরশের ঠেস দেয়ার জায়গায়।

রাসূল (সা) বলেন, 'তা আমাকে নিয়ে উঁচু করে উড়তে থাকে। শেষে তা আমাকে নিয়ে আমার পালনকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে যায়।'

তারপর যখন ফিরে আসার সময় হয় তখনও তা তাঁকে নিয়ে নেয়। তাঁকে নিয়ে সে নীচু ও উঁচু হয়ে উড়তে থাকে। পরিশেষে সে তাঁকে জীব্রাইলের কাছে পৌঁছে দেয়। তার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। ঐ সময় জীব্রাইল কাঁদছিল এবং উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর প্রশংসা করছিল। তাই রফরফ হল, আল্লাহর সামনে পৌঁছাবার জন্য আল্লাহর খাদেমদের মধ্য হতে একজন খাদেম। যার বিশেষ কর্তব্য হলো, আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয়া। যেমন রফরফ এমন একটি বাহন যাতে কেবলমাত্র নবীগণই চড়তে পারেন এ যমীনে।

মি'রাজ সম্পর্কে বিজ্ঞান কি বলে ?

অনেকে বিজ্ঞানের প্রমাণ দিয়ে বলেন, মুহাম্মাদ (সা) স্থূলদেহী মানুষ। জড়-জগতের নিয়ম-নিগড়ে তিনি আবদ্ধ। তাই তিনি কিভাবে আকাশ পথে বিহার করতে পারেন? জবাবে বলা যায় আমাদের মাথার উপর যে বায়ু স্তর রয়েছে, তার

www.pathagar.com

উচ্চতা মাত্র ৫২ মাইল। এর উপর আর বায়ু স্তর নেই। আমরা জানি যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। শূন্যমণ্ডলের যে কোনো স্থূলবস্তুকে সে নিচের দিকে টেনে নামায়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দোহাই দিয়ে মি'রাজকে অস্বীকার করা আজকের বিজ্ঞানীরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আজ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অন্যরূপ ব্যাখ্যা হচ্ছে।

শূন্যে অবস্থিত যে কোনো স্থূল বস্তুকে পৃথিবী যে সব সময় সমানভাবে আকর্ষণ করতে পারে না, তা আজ পরীক্ষিত সত্য। প্রত্যেক গ্রহেরই নিজস্ব আকর্ষণ শক্তি আছে। পৃথিবীরও আকর্ষণ শক্তি আছে। আবার সূর্য ও অন্যান্য গ্রহেরও আকর্ষণ শক্তি রয়েছে।

সূর্য ও পৃথিবী পরস্পর পরস্পরকে টেনে রেখেছে। এ টানাটানির ফলে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে কোনো আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নেই। অতএব, পৃথিবীর কোনো বস্তু যদি এ Neutral Zone-এ পৌঁছতে পারে অথবা এ সীমানা পার হয়ে সূর্যের সীমানায় যেতে পারে, তাহলে তার আর এ পৃথিবীতে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

গতি বিজ্ঞান (Dynamics) বলে, পৃথিবী হতে কোনো বস্তুকে যদি প্রতি সেকেণ্ডে ৬.৯৩ অর্থাৎ মোটামুটি ৭ মাইল বেগে ঊর্ধ্বালোকে ছুঁড়ে দেয়া যায়, তাহলে আর সে পৃথিবীতে ফিরে আসবে না।

আবার পৃথিবী হতে কোনো বস্তু যতই উপরে উঠে যায়, ততই তার ওজন কমে যায়। ফলে অগ্রগতি ক্রমেই সহজ হয়ে যাবে। Arther Clark বলেন, পৃথিবী হতে কোনো বস্তুর দূরত্ব যতই বাড়ে, ততই তার ওজন কমে। পৃথিবীর ১ পাউণ্ড ওজনের কোনো বস্তু ১২ হাজার মাইল ঊর্ধ্বে মাত্র ১ আউন্স হয়ে যায়। এ থেকে বলা যায় যে, পৃথিবী হতে যে যত ঊর্ধ্বে গমন করবে, তার ততই অগ্রগতি সহজ হবে।

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে ঊর্ধ্বালোকে ছুটতে পারলে পৃথিবী থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। একেই মুক্তি গতি (Escape velocity) বলে। (This velocity is 25.000 mph and is call the velocity escape)

শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) নূরের সৃষ্টি বা নূর নবী নন বরং তিনি মাটির সৃষ্টি মানুষ নবী। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

www.pathagar.com

'হে নবী বলুন, আমিও তোমাদের মতো মানুষ। শুধু পার্থক্য এই যে, আমার কাছে ওহী আসে...।' (সূরা কাহাফ, ১১০)

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, মাটির মানুষ নভোভ্রমণ করতে পারেন। কেননা জড় উপাদানের মধ্যে Spirit এবং Mind রয়েছে। এ প্রাণশক্তিই দেহের প্রধান পরিচালক। Sir James Jeans বলেন, To say that mind can not influence matter: now becomes as absurd as to say that mind can not influence ideas. অর্থাৎ কল্পনার ওপর আমাদের মন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না একথা বলা যেমন বোকামী, পদার্থের ওপর মনের কোনো শক্তি নেই একথা বলাও তেমনি বোকামী।

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। যখন আপনি আলোর গতির চেয়ে কম গতিতে ভ্রমণ করবেন, তখন সময় নিয়ম মাফিক চলবে। কিন্তু যখন আপনি আলোর গতির সাথে ভ্রমণ করবেন, তখন সময় এক জায়গায় থাকবে অর্থাৎ সকালে রওয়ানা হলে সকাল থাকবে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যখন আপনি আলোর গতির চেয়ে বেশী গতিতে ভ্রমণ করবেন, তখন সময় উল্টা দিকে চলবে অর্থাৎ সকালে রওয়ানা হলে পূর্ব রাত পাওয়া যাবে।

মি'রাজে আলোর গতি ও বুরাকের গতি সমান ছিলো। ফলে সময় ছিলো স্থির। রাসূল (সা) মুহূর্তের মধ্যে এক আকাশ হতে অন্য আকাশে পাড়ি জমাচ্ছিলেন। গতির তারতম্যে সময়ের তারতম্য ঘটে। এক বিজ্ঞানী সে কথাই প্রমাণ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, If speeds that approach the velocity of light make time in a moving system run slower. a super light, velocity should turn the time backward. (আলোর গতির যত কাছে যাওয়া যায়, ততই সময় শ্লথ হয়ে আসে। তখন এটা একরূপ স্বতসিদ্ধ যে, আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী দ্রুত গতিতে গেলে সময় উল্টা দিকে বইবে।)

ধরুন আপনি সাইরিস নামে এক গ্রহে বেড়াতে যাচ্ছেন। পৃথিবী থেকে সাইরিসের দূরত্ব ৯ আলোকবর্ষ বা ৫৪ লক্ষ কোটি মাইল। যদি আপনি রকেটশীপে যান, যার গতি আলোর গতির শতকরা ৯৯.৯৯৯৯৯৯৯৯ মাইল, তবে সাইরিস গ্রহে পৌঁছতে পৃথিবীর সময় অনুসারে আপনার লাগবে ৯ বছর। ফিরে আসতে লাগবে আর ৯ বছর। দীর্ঘ প্রবাস। আপনি রসদের চিন্তা করবেন। কিন্তু না, আপনার কোনো রসদের প্রয়োজন পড়বে না। কারণ এ ১৮ বছর আপনার ঘড়িতে ১২/১৩

www.pathagar.com

ঘন্টার বেশী মনে হবে না। আপনি সকাল বেলা চা পান করে রওনা দিলে সাইরিসে দুপুরে পৌঁছে লাঞ্চ খাবেন। লাঞ্চ খাবার পর ফিরতি রওনা দিলে রাত ৮/৯টায় বাড়ী পৌঁছে ডিনার খাবেন। এটা আপনার হিসাব। কিন্তু পৃথিবীতে ছেড়ে যাওয়া স্ত্রী-পুত্র দেখবে তাদের ১৮ বছর চলে গেছে। আর তারা ৬৫৭০ বার ডিনার খেয়ে ফেলেছে।

বিজ্ঞানের এ তথ্যের কথা শুনে লোকে অবাক বনে যায়। অথচ ১৪০০ বছর আগে মহান আল্লাহ সময় সম্পর্কে বলেছেন, 'ভাবো সে ব্যক্তির কথা, যে একটা গ্রাম্য পথ দিয়ে গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ গ্রামটা মাটির নীচে ধসে পড়লো। লোকটা মনে মনে বললো, মহান আল্লাহ এ গ্রামের অধিবাসীদের পুনরায় জীবিত করবেন কিভাবে ? তখন আল্লাহ লোকটির মৃত্যু ঘটালেন।

আর ১০০ বছর পরে এমনি রেখে তাকে পুনর্জীবিত করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কত দিন এরূপ অবস্থায় ছিলে? লোকটি বললো, ১দিন বা তারও কম। না তুমি ১০০ বছর মৃত অবস্থায় ছিলে। তোমার খাদ্যের প্রতি তাকাও, দেখো অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। আর তোমার গাধার দিকে তাকাও, দেখো কেবল অস্থি পড়ে আছে। এখন দেখো কেমন করে আমি সেগুলো জুড়ে দেই আর গোস্ত পরাই। যখন এঘটনাগুলো তাকে স্পষ্ট করে দেখানো হলো তখন সে বলে উঠলো আমি বুঝলাম, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান।' (সূরা বাকারাহ, ২৫৯)

আসহাবে কাহাফের কথা চিন্তা করুন। মহান আল্লাহ তাদের ৩০০ বছর এক গুহার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন।

আসহাবে কাহাফ (গুহার অধিবাসী) ঃ আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন যুবকেরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে তখন দু'আ করে হে প্রভু আমাদেরকে তোমার কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করো এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করো। তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি, একথা জানার জন্য যে, দু'দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে। আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি।

তারা কয়েকজন যুবক ছিলো। তারা তাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ়

www.pathagar.com

করেছিলাম যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারা বললো, আমাদের প্রভু আসমান ও যমীনের প্রভু, আমরা কখনও তার পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান করবো না। যদি করি তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ । এরা আমাদের স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে না কেন? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক পাপী আর কে ?

তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য অনুগ্রহ বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। আপনি সূর্যকে দেখবেন যখন উদিত হয় তাদের গুহা থেকে ডানদিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায় তখন তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়। অথচ তারা গুহায় প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান সে সৎপথপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি কখনও তার জন্য পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না।

আপনি মনে করবেন তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্বপরিবর্তন করাই ডান ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিলো সামনের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি আপনি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতেন তবে পেছন দিক দিয়ে পলায়ন করতেন এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তেন।

আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বললো, তোমরা কতদিন অবস্থান করেছো ? তাদের কেউ বললো, একদিন বা একদিনের কিছু অংশ।

কেউ কেউ বললো, তোমাদের প্রভুই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ করো, সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিত্র। তা থেকে কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। সে যেন নম্রতাসহ যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে তবে পাথর মেরে তোমাদের হত্যা করবে অথবা তোমাদের তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।

www.pathagar.com

এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করেছিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল তখন তারা বললো, তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করো। তাদের প্রভু তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে তাদের মত প্রবল হলো। তারা বললো, আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করবো। অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে, তারা ছিলো ৩ জন, তাদের ৪র্থ জন ছিলো কুকুর, একথাও বলবে, ৫ জন, তাদের ৬ষ্ঠ জন কুকুর। একথাও বলবে, তারা ছিলো ৭ জন, ৮ম জন ছিলো কুকুর। বলুন, আমার প্রভু তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন না।' (সূরা কাহাফ, ১০-২২)

'তাদের উপর তাদের গুহায় ৩০০ বছর, অতিরিক্ত আরও ৯ বছর অতিবাহিত হয়েছে। বলুন তারা কতকাল অবস্থান করেছে তা আল্লাহই ভাল জানেন...।' (সূরা কাহাফ, ২৫-২৬)

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার মহাকাশযান পার্থফাইন্ডার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে মহাশূন্য বিজয় করেছে। মানুষ চাঁদের বুকে পা রেখেছে। মঙ্গলগ্রহেও পা রাখার সকল প্রস্তুতি প্রায় শেষের পথে। কিছুদিন পূর্বেই ফিনিক্স মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়া ও ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবিসহ ফিরে এসেছে। যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষমতা দান করেছেন সে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে তাদের চেয়ে হাজার হাজার গুন বেশী গতি সম্পন্ন বুরাকের মাধ্যমে গ্রহ-উপগ্রহকে ভেদ করে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার টেলিভিশন। টেলিভিশনে স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর প্রতিটি স্থানের খবর সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ টেলিভিশন আবিষ্কারের বহু পূর্বে মুহাম্মাদের (সা) সামনে আল্লাহ হাজার হাজার মাইল দূরের সে ফিলিস্তীনের বায়তুল মুকাদ্দাসের ছবি উত্তাপন করেছিলেন মুহূর্তে। নবীজী বলেন, 'যখন কুরাইশরা মিরাজের ঘটনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলো, তখন আমি কাবার হাতিমে দাঁড়ালাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ বায়তুল মুকাদ্দাস আমার সামনে প্রকাশ করে দিলেন। ফলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের

www.pathagar.com

দিকে তাকিয়ে তার নিদর্শনগুলোর বর্ণনা তাদের দিতে লাগলাম।' (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত)

টাইম লস ও টাইম গেইন ঃ কোনো ব্যক্তি পূর্বদিকে গমন করলে সময় হারায়, আবার পশ্চিমদিকে গমন করলে সময় যোগ হয়। কারো গতি যদি পূর্বদিকে পৃথিবীর আবর্তনের গতির দ্বিগুনের সমান হয় তবে দ্বিগুন সময় হারাবে। আবার অপরদিকে পশ্চিমে হলে দ্বিগুন সময় অর্জন করবে। আর এতে স্থির ব্যক্তির সাথে উভয়ের সময়ের বিরাট পার্থক্য ঘটবে। **বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের** মতে, বিশ্ব প্রকৃতির কোনো স্টান্ডার্ড সময় নেই। সব সময়ই আপেক্ষিক। সুতরাং মি'রাজের সময় গতিশীল, আর রাসূল এর গতিশীল সময় যাপনের সাথে পৃথিবীর স্থির মানুষের সময়ের পার্থক্য ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক অন্য একটি সূত্রও প্রয়োগ করা যেতে পারে। পৃথিবীর কেন্দ্রে কোণ উৎপন্নকারী দু'টি রেখা ভূপৃষ্ঠের যে অংশে ছেদ করবে, সেখানে রেখা দু'টির দূরত্ব এক নটিক্যাল মাইল। এ দু'বাহুর বর্ধিতাংশ যখন সৌরজগত অতিক্রম করবে তখন সেখানে দু'রেখার মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব ও সময়ের অনুপাত পৃথিবীর একমিনিট ও এক নটিক্যাল মাইলের তুলনায় সাড়ে বাইশ বছরের সমান। মি'রাজের রাতে নিশ্চয়ই এটা অসম্ভব ছিলো না। সুতরাং পৃথিবীর অতি অল্প সময় অতিক্রম হওয়ার সঙ্গে অনুপাত করে দেখা যায় দীর্ঘ সময়ের মি'রাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

আমাদের পৃথিবী যে সৌরলোকে অবস্থিত তা এতো বিরাট ও বিশাল যে, এর কেন্দ্রে যেই সূর্য, তা আকারে পৃথিবীর তুলনায় ১৩ লক্ষ গুন বড়। অন্যতম গ্রহ নেপচুন সূর্য হতে অন্তত ২ শত ৭৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আর প্লুটোকে যদি দূরতম গ্রহ ধরা হয়, তবে তা সূর্য থেকে ৪ শত ৬০ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। এ বিরাটত্ব ও বিশালতা সত্ত্বেও এ সৌরলোক আরো অনেক বড় ছায়াপথের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ ছাড়া অধিক কিছু নয়। যে ছায়াপথে আমাদের এ সৌরলোক অবস্থিত এতে প্রায় ৩ হাজার মিলিয়ন অর্থাৎ ৩ শত কোটি সূর্য আছে। এর নিকটতম সূর্য আমাদের পৃথিবী হতে এতো দূরে অবস্থিত যে, এর আলো এখানে আসতে ৪ বছর সময় লাগে (আলোর গতি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল, প্রতি সেকেণ্ডে)। উল্লেখ্য যে, এ বিশাল ছায়াপথ বা Galaxy-ই সমগ্র বিশ্বলোক নয়। বর্তমানকালের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে যে, এটি ২০ লক্ষ

www.pathagar.com

নীহারিকাপুঞ্জের (Nebula) মধ্যে মাত্র একটি। এর মধ্যে নিকটবর্তী নীহারিকা আমাদের থেকে এত বেশী দূরত্বে অবস্থিত যে, এর আলো ১০ লক্ষ বছরে আমাদের এ যমীনে এসে পৌছায়। আর দূরবর্তী সেসব গ্রহ-উপগ্রহ আমাদের বর্তমান যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়ে, এর আলো পৃথিবীতে পৌছাতে ১০ কোটি বছর দরকার। ভবিষ্যতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশের বিশালত্বের আরো অনেক তথ্য আবিষ্কার করবেন। কিন্তু নবীজী আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে মি'রাজে যে জায়গায় পৌছেছিলেন সে জায়গায় আর কেউ পৌছাতে পারবে না এবং সে জায়গার সঠিক পরিমাপও করতে পারবে না। কারণ এটা শুধুই পৃথিবীতে নবীর জন্যে খাস (নির্ধারিত)।

আল মেহেদী বলেন, জড় পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে। কঠিন, তরল ও বায়বীয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় জড় পদার্থ এ তিন অবস্থা ছাড়াও শুধু ঢেউ বা তরঙ্গের আকারেও থাকতে পারে। পদার্থের কঠিন আবরণের ভিতরে থাকে বিদ্যুৎ ও জ্যোতি। শত কোটি বিদ্যুতের পুটলা একত্রিত হয়েই সৃষ্টি হয়েছে জড় দেহ।

তাই স্থূল দেহকে জড়দেহ বলে। পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম দেহকে জ্যোতির দেহ বলে। মূলত একই জিনিস ভিন্ন প্রকৃতিতে প্রকাশ হলেও শরীরি অস্তিত্ব পাল্টে যায় না। সুতরাং যে প্রকৃতির দেহ নিয়েই রাসূল (সা) মি'রাজে ভ্রমণ করেন না কেন, সকল অবস্থায় বলা চলে রাসূল (সা) শরীরেই মি'রাজে গিয়েছিলেন।

তিনি আরো বলেন, বুরাকের গতি আলোর গতির সমান হলে বড় সমস্যা দেখা দেবে। কারণ এ গতিতে গেলেও শুধু সাইরিয়াস গ্রহে যেতে লাগবে ৯ আলোকবর্ষ। কিন্তু পৃথিবী ও সাইরিয়াস গ্রহের দূরত্বের চেয়ে কম দূরত্বের মধ্যে তো আর আল্লাহর আরশ মহল অবস্থিত নয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় বুরাক ও রফরফের গতি আলোর গতিরও উর্ধ্বে ছিলো।

গতি সময়কে খাটো করে দেয়। ধরুন কোনো এক লোক বাজার থেকে মাছ কিনে এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললো মাছটি কেটে তাড়াতাড়ি রান্না করো। আমি গোসল করে আসছি। সে ঘর হতে বের হয়ে দেখলো একটি দ্রুত যান দাঁড়ানো। তাকে নিতে এসেছে। সে খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে সেটিতে চড়ে বসলো। অমনি দ্রুতযানটি আলোর গতিতে (প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) তাকে দুনিয়া ঘুরিয়ে নিয়ে আসলো। সে এর মধ্যে বসেই বাইরের অনেক দৃশ্যাবলী

www.pathagar.com

লক্ষ্য করলো। চলার পথে তার শ্বশুর বাড়ির পাশ দিয়ে গেলো। তার শ্বশুর বাড়ি হয়তো ১ হাজার মাইল দূরে। সে সময় তার শ্বশুর গোসল করছিল আর আকাশ হতে বৃষ্টি হচ্ছিল। এরূপ অনেক দৃশ্যই সে দেখলো। তারপর দ্রুতযান থেকে নেমে খাওয়ার কথা মনে হলো। এবার সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে খাবার চাইল।

একথা শুনে জবাব দিলো, কি বলছো! মাছ কাটার জন্য দা হাতে নিতে পারলাম না তোমাকে খাবার দিবো কি করে ? তখন স্বামী বললো, আরে বোকা আমি সারা দুনিয়া ঘুরে আসলাম আর তুমি মাছ কাটতে পারলে না! স্ত্রী দূরদর্শী না হলে বা আস্থা না থাকলে সে অবাক হয়ে যাবে। ধরুন সে বিশ্বাস করলো না। এবার স্বামী বললো, তোমার বাবা এ সময় গোসল করছিল আর প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। তোমার বাবাকে জেনে দেখো। স্ত্রী খবর নিয়ে দেখলো আসলে সত্য। তারপরও বিশ্বাস করলো না কারণ আস্থা নেই। তার ছোট ভাই জ্ঞানী ও আস্থাশীল সে এসব বিশ্বাস করলো।

মি'রাজের রাতেও নবীজির ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছিল। যারা বিচক্ষণ ও নবীজীর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন তারা নবীজীর মি'রাজ বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। অন্য দিকে সন্দেহবাদীরা সন্দেহের বেড়াজালেই ছিলো নিমজ্জিত। তাই অসংখ্য যুক্তি দেয়ার পরেও তারা বিশ্বাস করেনি। মি'রাজের রাতে গতি সময়কে খাটো করে দিয়েছিল।

গতি থেকে সময়ের উৎপত্তি হলেও সময় এক আজব জিনিস। গতি ও স্থান এবং কাল পরস্পর নির্ভরশীল হলেও সকলের বেলায় সময়জ্ঞান এক রকম থাকে না। কারণ রাতের ক্ষণিক সময় কারো যদি দুঃখে কাটে তবে তার কাছে সময় লম্বা মনে হবে। অন্যদিকে পুরো রাত যদি কারো আনন্দে কাটে তাহলে তার কাছে সময় নগণ্য মনে হবে। তাই কৃত্রিম ঘড়িতে যে সময় ধরা পড়ে তা প্রকৃত সময় নয়।

সেজন্য রাসূল (সা) এর কাছে মি'রাজের যে সময়জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছিল সেটিই প্রকৃত সময়। চলমান অবস্থায় অসংখ্য দৃশ্য অবলোকন করলে অনেক ক্ষেত্রে সময়কে লম্বা মনে হবে। কিন্তু গতিশীল অবস্থায় অসংখ্য দৃশ্য ক্ষণিকেই অবলোকন করা যায়। এজন্য বিশ্বে সময়ের কোনো স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপ নেই। সময় যেন সর্বত্রই লোকাল ও ব্যক্তিনির্ভর। অতি ক্ষণিকেই নবীজীকে মি'রাজে ভ্রমণ করানো আল্লাহ তা'আলার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

www.pathagar.com

বর্তমানেও বুরাক নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। প্রতি মিনিটে মাইল মাইল যাওয়া সম্ভব এ কথাও কয়েক'শ বছর আগে মানুষের কল্পনাতীত ছিলো। অথচ বর্তমানে প্রতি সেকেণ্ডে ১২ মাইল যাওয়ার ঘটনা মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। হয়তো ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন বুরাকের গতিকে সাধারণ গতির বাহন মনে হবে।

পবিত্র কুরআন দ্বারা বুঝা যায় যে, 'হযরত সুলাইমান (আ) একটি যানে চড়ে সকালে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যা বেলায় এক মাসের পথ ভ্রমণ করতেন।' (সূরা সাবা, ১২) হযরত সুলাইমান (আ) এর এ ভ্রমণ সম্ভব হলে আমাদের নবীর (সা) পক্ষে বুরাক, সিঁড়ি ও রফরফের মাধ্যমে এ ভ্রমণ সম্ভব নয় কি?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সুলাইমান (আ) বললেন, হে সভাসদ! তোমাদের মধ্যে কে তার (সাবার সম্রাজ্ঞীর) সিংহাসন আমার সামনে এনে দিতে পারে, আমার অনুগত হয়ে আমার নিকট তাদের উপস্থিত হওয়ার পূর্বে। এক বিরাট জ্বীন বললো, আপনার এ মজলিস হতে উঠে যাওয়ার পূর্বে আমি আপনার নিকট তা নিয়ে আসতে পারবো। একাজ করার ক্ষমতা আমার আছে আর সে সঙ্গে আমি বিশ্বস্ত আমানতদারও বটে। কিতাবের জ্ঞানসমৃদ্ধ এক ব্যক্তি বললো, আপনার চোখের পলকের মধ্যেই আমি ঐ সিংহাসন আপনার নিকট নিয়ে আসছে সক্ষম। এরপরই যখন সুলাইমান (আ) সে সিংহাসনটি নিজের নিকট রাখা দেখতে পেলেন, সাথে সাথে চিৎকার করে বলে উঠলেন, এটি আমার রব্বের অনুগ্রহ যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি না অকৃজ্ঞ থাকি। আর যে শোকর করে তার শোকর তার জন্যে মঙ্গলজনক আর যে অকৃজ্ঞ তবে আমার রব মুখাপেক্ষীহীন স্বতই মহান।' (সূরা নামল, ৩৮-৪১)

হযরত সুলাইমানের (আ) দরবার থেকে সাবার সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন পর্যন্ত দীর্ঘ পথের দূরত্ব পাখির উড্ডয়ন হিসেবে অন্তত দেড় হাজার মাইল। সুলাইমানের (আ) দরবার ৩/৪ ঘণ্টা স্থায়ী হত। এতো অল্প সময়ে এত দূরের সিংহাসন নিয়ে আসা সত্যিই বিস্ময়কর! তাহলে স্বশরীরে নবীজীর মি'রাজ সম্ভব নয় কি?

মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর প্রফেসর স্পেনদেশীয় **মিগুয়েল আসীন দেখিয়েছেন যে,** This Miraj literature had a great influence on the mediaeval literature of Europe (মি'রাজের ঘটনা ইউরোপের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে)।

www.pathagar.com

Divine comede (or Drama) of the Dante which towers like a land mark in mediaeval European literature (ইতালীর বিখ্যাত কবি দান্তের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ডিভাইন কমেডির উপর ঐ ঘটনার (মি'রাজের) প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট)।

মহানবীর (সা) স্বশরীরে মি'রাজ

রাসূলের (সা) মি'রাজ দৈহিক ছিলো, আত্মিক নয়। জাগ্রত অবস্থায় ছিলো, ঘুমন্ত অবস্থায় নয়। অধিকাংশ মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং মুতাকাল্লিমদের মতে, ইসরা ও মি'রাজ দু'টিই একই রাতে সংঘটিত হয়েছিল। আর তা স্বশরীরেই হয়েছিল। যার প্রমাণ বহু হাদীস এবং আল্লাহর উক্তি 'সুবহানাল্লাযী আসরা বিআব্দিহি...' দ্বারা পাওয়া যায়।

সূরা বানী-ইসরাঈলের শুরুতে মহান আল্লাহ সুবহানা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সুবহানার অর্থ পবিত্র অর্থাৎ আল্লাহ সব ধরনের সন্দেহ ও সংশয় থেকে পবিত্র। এ শব্দটি আশ্চর্য ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ স্বপ্নে হলে এ সুবহানা ব্যবহারের প্রয়োজন কোথায় ?

উক্ত আয়াতে আবদুন শব্দ রয়েছে। আবদ বলতে আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই বুঝায়। আল্লাহ তা'আলা রাসূলের (সা) জন্য সূরা বানী-ইসরাঈল ছাড়াও অন্য জায়গাতে আবদুন ও আব্দুল্লাহ ব্যবহার করেছেন। যেমন,

أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى عَبْدًا إِذَا صَلّٰى

আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে এক বান্দাকে (হযরত মুহাম্মাদ (সা) কে), যখন সে নামায পড়ে। (সূরা আলাক, ৯-১০)

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا

আল্লাহর বান্দা (মুহাম্মাদ সা.) যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ায় তখন তাঁর কাছে লোকেরা জড়ো হয়ে যায়। (সূরা জ্বীন, ১৯)

উক্ত দু'টি আয়াতে আবদুন ও আব্দুল্লাহ শব্দ রয়েছে। যার অর্থ রাসূলের (সা) আত্মা ও দেহ। ওর অর্থ শুধু আত্মা নয়। তাই বানী-ইসরাঈলের বিআবদিহি দ্বারা রাসূলের (সা) আত্মা ও দেহকে বুঝায়।

উক্ত আয়াতে আসরা শব্দও আছে। আসরা শব্দটি ইসরা হতে এসেছে। অর্থ রাতে

www.pathagar.com

ভ্রমণ। পবিত্র কুরআনের (সূরা বানী-ইসরাঈল ব্যতীত) অন্যান্য জায়গাতে রাসূল (সা) ছাড়া অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রেও ইসরা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেসব জায়গাতে ইসরাকে সেসব নবীদের আত্মা ও দেহের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই বানী-ইসরাঈলের আসরাকে রাসূলের (সা) আত্মা ও দেহের উপর প্রয়োগ করা বুঝায়।

মি'রাজের রাতে রাসূলের (সা) সাত আকাশের উপরে আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

'তাঁর দৃষ্টি (আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখতে) টলেওনি এবং এদিক-ওদিকে ধাবিতও হয়নি। সে নিজ রবের বিরাট বিরাট নিদর্শন দেখেছে।' (সূরা নাজম, ১৭-১৮)

মানুষের চোখ দেহেরই অঙ্গ। তাই মি'রাজের রাতে রাসূলের (সা) আল্লাহর নিদর্শন দেখাটা স্বশরীরে হয়েছিল, স্বপ্নে নয়।

রাসূল (সা) মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করলে, কাফিরেরা মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা করলো। এমনকি কতক নও মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করলো। মি'রাজ স্বপ্নে হলে এ-সবের কি সম্ভাবনা ছিলো ?

উম্মে হানী (রা) বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূল (সা) আমার ঘরে শায়িত ছিলেন। পরে আমি দেখতে পেলাম যে, তিনি আমার ঘরে নেই। আমি ভাবলাম শত্রুরা কোনো ষড়যন্ত্র করলো কি না। ভোরে রাসূল (সা) নিজেই মি'রাজের বর্ণনা করলেন। মি'রাজ স্বপ্নে হলে ঘর হতে অন্তর্হিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

তাফসীর ইবন্ কাছীরে আছে, ইবন্ আউস (রা) বর্ণনা করেন, মি'রাজ রাত্রির ভোরে আবু বকর (রা) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি রাতের বেলায় কোথায় গিয়েছিলেন ? আমি আপনাকে সম্ভাব্য সব স্থানেই খুঁজেছি। তখন মহানবী (সা) মি'রাজের বর্ণনা দেন। মি'রাজ নিছক স্বপ্নে হলে, আবু বকর (রা) এর তালাশ করে না পাওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

পবিত্র কুরআন দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত সুলাইমান (আ) একটি যানে চড়ে সকালে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যা বেলায় এক মাসের পথ ভ্রমণ করতেন। (সূরা সাবা, ১২) হযরত সুলাইমান (আ) এর এ ভ্রমণ সম্ভব হলে আমাদের নবীর (সা) পক্ষে বুরাক, সিঁড়ি ও রফরফের মাধ্যমে এ ভ্রমণ সম্ভব নয় কি ?

www.pathagar.com

রাসূল (সা) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে দেহইয়াকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহইয়ার পত্র পৌঁছান, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন এ সব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা বুখারী ও হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রাসূলের (সা) অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছু সংখ্যক লোককে তাঁর দরবারে সমবেত করতে চাইলেন।

আবু সুফিয়ান ইবন্ হরব ও তার সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হলো। আবু সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিলো যে, সে এ সুযোগে রাসূল (সা) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এ ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটি মাত্র অন্তরায় ছিলো। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোনো সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হবো এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নিবেন।

আমি বললাম ঃ আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বললো ঃ নবুওয়াতের এ দাবীদারের উক্তি এই যে, সে এক রাতে মক্কা থেকে বের হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং প্রত্যুষের পূর্বেই মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে এসেছে।

ইলিয়ার (মসজিদে আকসার) সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, আমি সে রাত সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট বললেন, আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? তিনি বললেন ঃ আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করে শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাতে আমি সব দরজা বন্ধ করেছিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হলো না (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিলো না)। মনে হচ্ছিলো যেন

www.pathagar.com

আমরা কোনো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডাকলাম।

তারা পরীক্ষা করে বললো, কপাটের উপর প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখবো, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেলো। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা এক প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোনো জন্তু বাঁধা হয়েছিল।

তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম ঃ আল্লাহ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবতঃ এ কারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হয়তো বা আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দাহ আগমন করেছিলেন। তিনি বর্ণনা দেন যে, ঐ রাতে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ.

সে দর্শনটাকে যেটা আমি তোমাকে (মি'রাজের রাতে) দেখিয়েছিলাম, সেটাকে আমি মানুষের জন্য পরীক্ষায় পরিণত করেছিলাম। (সূরা ইসরা, ৬০)

এ দর্শনের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, ঐ দর্শনটা ছিলো চোখের দেখা। যা রাসূলকে (সা) সে রাতে দেখানো হয়েছিলো যে রাতে তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে। (বুখারী, ৩/১০৮)

ইবন্ আব্বাস (রা) এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'ঐ দেখাটা স্বপ্নে দেখা নয়।' (সুনান সাঈদ ইবন মানসুর)

আয়িশা (রা) বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূলের (সা) দেহ উধাও হয়নি। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র তাঁর আত্মাটাকে ঐ রাতে চড়ানো হয়েছিল।

মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূলের (সা) মি'রাজটা ছিলো সত্য স্বপ্ন। (সুনান সাঈদ ইবন মানসুর)

উক্ত দু'টি বর্ণনা প্রমাণ করে মি'রাজ হয়েছিল স্বপ্নে। স্বশরীরে নয়। কিন্তু কিছু কারণে উক্ত দু'টি বর্ণনা দলীলযোগ্য নয়। যেমন ঃ আয়িশা (রা) এর বর্ণনায় একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত। মুয়াবিয়ার (রা) বর্ণনাটি মুনকাতি বা সূত্রছিন্ন।

www.pathagar.com

হাদীস নীতিশাস্ত্রবিদদের মতে, অজ্ঞাত পরিচয়ের বর্ণনা এবং সূত্রছিন্ন বর্ণনা দুর্বল বর্ণনা, যা দলীলযোগ্য হয় না।

আল্লামা কার্যইয়াস বলেন, ঐ হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। ইবন্ দিহায়াহা ঐ হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

রাসূলের (সা) মি'রাজের সময় আয়িশা (রা) তাঁর স্ত্রী ছিলেন না। এর ফলে আয়িশা (রা) মি'রাজ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাননি। এছাড়া এ বর্ণনা উম্মে হানীর (রা) বর্ণনার বিপরীত। যার ঘর হতে মি'রাজের সূত্রপাত হয়েছিল।

রাসূলের (সা) মি'রাজ সংঘটিত হবার সময় মুয়াবিয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই তাঁর বর্ণনা মি'রাজের সাক্ষ্য নয়। এছাড়া এটা তাঁর ব্যক্তিগত বর্ণনা। যা রাসূল (সা) থেকে নয়।

আল্লামা নাসাফী বলেন, মুয়াবিয়া (রা) ও আয়িশার (রা) মতে, মি'রাজ স্বপ্নে ছিলো তা নয়। বরং মুয়াবিয়ার মতে, রূইয়া অর্থ স্বপ্ন নয় বরং এর অর্থ রূইয়া বিল আইন বা চোখে দেখা। তাঁর আত্মা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। বরং মি'রাজটা তাঁর দেহ ও আত্মা উভয়সহ হয়েছিল।

মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল। স্বপ্নে নয়। তাই আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান (র) বলেন, সালাফ ও খালাফ তথা পূর্ববর্তী বিদ্বানদের অধিকাংশের মতে, রাসূলের (সা) মি'রাজ স্বশরীরে ও আত্মাসহকারে জাগ্রত অবস্থায় মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাসে এবং তারপর তা সাত আকাশ পর্যন্ত হয়েছিল। এর প্রমাণে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে। তাই কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীসগুলোর বাহ্যিকভাবে বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন নেই।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে মি'রাজের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফেও ওর কিছু বর্ণনা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে রয়েছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ৭ জন সাহাবী থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন, ১) আবু যর (রা), ২) মালিক ইবন্ সা'সাআহ (রা), ৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা), ৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা), ৫) আবু হুরায়রা (রা), ৬) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) এবং ৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা)।

তাফসীরে কুরতুবীতে রয়েছে, 'ইসরার' হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। আবু বকর

www.pathagar.com

আকাশ এ সম্পর্কে ২০ জন সাহাবীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী আয়ায 'শেফা' গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

কেউ বলেন, ওর বর্ণনাকারী ৩০ জন সাহাবী ও সাহাবীয়াত্। মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী বলেন, হাদীস ও রাসূলের (সা) জীবনী শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে মি'রাজ বর্ণনাকারী ৪৫ জন সাহাবীর নাম আল্লামা যুরকানী লিখেছেন।

ইমাম ইবন্ কাছীর (র) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে এসব বর্ণনা পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করেছেন। তিনি ২৫ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের নাম গুলো এই ঃ

১) উমার ইবন্ খত্তাব (রা), ২) আলি (রা), ৩) ইবন্ মাসউদ (রা), ৪) আবু যর (রা), ৫) মালিক ইবন্ সা'সাআহ (রা), ৬) আবু হুরায়রা (রা), ৭) আবু সায়ীদ (রা), ৮) ইবন্ আব্বাস (রা), ৯) শাদ্দাদ ইবন্ আউস (রা), ১০) উবাই ইবন্ কাব (রা), ১১) আব্দুর রহমান ইবন্ কুর্য (রা), ১২) আবু হাইয়া (রা), ১৩) আবু লাইলা (রা), ১৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমার (রা), ১৫) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা), ১৬) হুযায়ফা ইবন্ ইয়ামান (রা), ১৭) বুরায়দাহ (রা), ১৮) আবু আইউব আনসারী (রা), ১৯) আবু উমামা (রা), ২০) সামুরা ইবন্ জুনদুব (রা), ২১) আবুল হামরা (রা), ২২) সোহায়েব রুমী (রা), ২৩) উম্মে হানী (রা), ২৪) আয়িশা (রা) এবং ২৫) আসমা বিনত্ আবি বকর (রা)।

এরপর ইবন্ কাছীর (র) বলেন, ইসরার হাদীস সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি।

মহান আল্লাহর দর্শন প্রসঙ্গ

মহানবী (সা) মি'রাজের রাতে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ করেছেন কি না- এ নিয়ে দু'টি দল হয়ে গেছে। প্রথম দল ঃ হযরত আনাস, ইবন্ আব্বাস (রা)সহ আরো অনেকের মতে, সূরাহ নাজমের ৫-১৮ আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা লাভ, আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্য লাভের কথা আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দল ঃ হযরত আয়িশা (রা), আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ, আবু যর গিফারী, আবু হুরায়রা (রা)সহ আরও অনেকের মতে, সূরা নাজমের ৫-১৮ আয়াতে জীব্রাইল (আ)কে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম দল

হযরত আনাস (রা) বলেন, 'রাসূল (সা) সিদরাতুল মুনতাহায় এসে সম্মানের প্রভু প্রতাপশালী আল্লাহর নিকটবর্তী হন। অতঃপর তিনি তীরের সূতা ও ডাংয়ের মতো কাছাকাছি হন, কিংবা তার চেয়েও বেশী কাছে হন।' (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ)

আনাস (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর পালনকর্তাকে দেখেছেন।

ইবন্ আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى এবং وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى

এ আয়াত দু'টির অর্থ কি? জবাবে তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর রব্বকে মনের চোখ দিয়ে দুবার দেখেন। (মুসলিম)

ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা কি এ কথায় বিস্ময়বোধ করছো যে, (আল্লাহর) বন্ধুত্ব ছিলো ইব্রাহীমের (আ) জন্য, কালাম ছিলো মূসার (আ) জন্য এবং দর্শন ছিলো মুহাম্মাদের (সা) জন্য। (নাসায়ী)

ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি আমার প্রভুকে দেখেছি। যিনি সদা বৃদ্ধিময় ও উন্নত।

ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন। তখন ইকরামা (রা) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি?

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

'কোনো চোখ তাঁকে পেতে পারে না অথচ তিনি সমস্ত চোখকে পেয়ে থাকেন।'

(সূরা আনয়াম, ১০৩) উত্তরে তিনি বলেন, এটা ঐ সময় যখন তিনি তাঁর নূরের পূর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করেন। রাসূল (সা) ২ বার স্বীয় প্রভুকে দেখেছেন। (তিরমিযী, হাসান গরীব)

www.pathagar.com

শা'বী বর্ণনা করেন যে, ইবন্ আব্বাস (রা) আরাফায় কাবের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করেন যা তাঁর কাছে খুবই ঠেকে। ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, নিশ্চয় আমরা বনু হাশিম। তখন কাব (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন ও কালাম মুহাম্মাদ (সা) ও মূসার (আ) মধ্যে বণ্টন করে দেন। তিনি মূসার (আ) সাথে দুই বার কথা বলেছেন এবং মুহাম্মাদ (সা)কে দুই বার স্বীয় দর্শন দেন। (তিরমিযী)

মারওয়ান একদা আবু হুরায়রা (রা)কে জিজ্ঞেস করেন, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

ইবন্ উমার (রা) ইবন্ আব্বাস (রা)কে জিজ্ঞেস করতে পাঠান, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রব্বকে দেখেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

মুহাদ্দিস আব্দুর রাযযাক হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি কসম খেয়ে বলেন যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবন্ হাম্বল (র)কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর পালনকর্তাকে দেখেছেন কি? তিনি ২ বার বললেন, তিনি তাঁকে দেখেছেন। পরিশেষে তাঁর স্বরটা কেটে যায়।

ইমাম আহমাদ ইবন্ হাম্বল (র) বলেন, মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন, আমি আমার প্রভুকে দেখেছি। তাই নবীর (সা) কথা আয়িশার (রা) চেয়ে অনেক বড়।

ইমাম যুহরী বলেন, আয়িশা (রা) আমাদের নিকটে ইবন্ আব্বাসের (রা) চেয়ে বড় পণ্ডিত নন।

দ্বিতীয় দল

মাশরুক (র) আয়িশা (রা)কে জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মুল মুমিনীন! হযরত মুহাম্মাদ (সা) কি তাঁর মহিমান্বিত প্রতিপালককে দেখেছেন? উত্তরে আয়িশা (রা) বলেন, সুবহানাল্লাহ! তোমার কথা শুনে আমার লোম খাড়া হয়ে গেছে। তুমি কোথায় রয়েছো? অর্থাৎ তুমি কি কথা বললে? জেনে রেখো যে, এ তিনটি কথা যে তোমাকে বলে সে মিথ্যা বলে।

এক. যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন সে মিথ্যা কথা বলে। তিনি পাঠ করেন,

www.pathagar.com

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

'কোনো চক্ষু তাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি চক্ষুগুলোকে দেখতে পেয়ে থাকেন।' (সূরা আনয়াম, ১০৩)

আরও আয়াত পাঠ করলেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

'ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর কথা বলা সম্ভব নয়।' (সূরা শুরা, ৫১)

দুই. এরপর তিনি বলেন, যে তোমাকে খবর দেয় যে, রাসূল (সা) আগামীকালের খবর জানেন সে মিথ্যা বলে। তিনি পাঠ করেন,

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

'কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না যে, কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।' (সূরা লুকমান, ৩৪)

তিন. তারপর তিনি বলেন, আর যে তোমাকে খবর দেয় যে, মুহাম্মাদ (সা) (আল্লাহর কিছু কথা) গোপন করে সে মিথ্যাবাদী। তিনি পাঠ করেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

'হে রাসূল (সা)! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয় তা তুমি পৌঁছে দাও।' (সূরা মায়িদাহ, ৬৭) এরপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তিনি জীব্রাইল (আ)কে তাঁর আসল আকৃতিতে দুই বার দেখেছেন। (আহমাদ)

মাসরুক (র) আয়িশা (রা) এর সামনে কুরআন মাজিদের নিচের আয়াতগুলো পাঠ করেন,

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى.

www.pathagar.com

'অবশ্যই সে তাঁকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছে।' (সূরা তাকভীর, ২৩) 'নিশ্চয় সে তাঁকে আরেকবার দেখেছিল।' (নাজম, ১৩)

তখন আয়িশা (রা) বললেন, এ উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম এ আয়াতগুলো সম্পর্কে আমিই রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন এর দ্বারা আমার জীব্রাইল (আ)কে দর্শন বুঝানো হয়েছে। তিনি মাত্র দুই বার আল্লাহর এ বিশ্বস্ত ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার তার আকাশ হতে যমীনে অবতরণের সময় দেখেছিলেন। ঐ সময় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সমস্ত ফাঁকা জায়গা তার দেহে পূর্ণ ছিলো। (বুখারী, মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা)

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى.

এ আয়াত দু'টির তাফসীরে বলেন, রাসূল (সা) জীব্রাইল (আ)কে এ আকৃতিতে দেখেন যে, তাঁর ৬ শত পাখা ছিলো। (বুখারী, মুসলিম)

আবু যর (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি রব্বকে দেখেছেন কি ? তিনি বলেন, তিনি তো জ্যোতি। তাঁকে আমি দেখবো কিভাবে?' (মুসলিম, মিশকাত)

আবু হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো নিচের আয়াত দু'টি সম্পর্কে

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

জবাবে তিনি বলেন, নবী (সা) জীব্রাইল (আ) কে দেখেছিলেন। (মুসলিম)

মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

'সে তো তাঁর রব্বের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।' (নাজম, ১৮)

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيَاتِنَا الْكُبْرٰى

'যেন আমি তোমাকে আমার মহান নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করি।' (ত্বহা, ২৩)

এগুলো মহান আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা ও মহান শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এ আয়াত দু'টিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে যে, রাসূল (সা)

www.pathagar.com

স্বীয় চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নিদর্শনগুলো দেখেছেন। যদি তিনি স্বয়ং আল্লাহ কে দেখতেন তবে ঐ দর্শনেরই উল্লেখ করা হতো। আর লোকদের উপর ওটা প্রকাশ করে দেয়া হতো।

নবীজী (সা) জীব্রাইল (আ)কে প্রথম দেখেন মক্কার দিগন্তে। আর দ্বিতীয়বার দেখেন মি'রাজের রাতে। ইবন্ কাছীর, কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তাফসীরকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আশরাফ আলী থানভী (র) এ তাফসীর অবলম্বন করেছেন। সূরা নাজমের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি, বরং জীব্রাইল (আ)কে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নবভী (র) মুসলিম শরীফের টীকায় ও হাফিয ইবন্ হাজার আসকালানী (র) ফাতহুল বারীতেও এ তাফসীর অবলম্বন করেছেন।

ইমাম মালেক (র) বলেন, দুনিয়াতে কোনো মানুষ আল্লাহকে দেখতে পারে না। কেননা, মানুষের দৃষ্টিশক্তি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ তা'আলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহর দীদারে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

ইমাম ইবন্ তাইমিয়া (র) বলেন, গোটা মুসলিম জাতি এ পর্যায়ে যে সত্যের উপর একমত হয়েছেন তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে এ দুনিয়ায় দেখাই যেতে পারে না। ইসরা ও মি'রাজ পর্যায়ে প্রমাণিত কোনো এক হাদীসেও এ কথার এক বিন্দু উল্লেখ নেই যে, নবী (সা) তাঁর চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখেছেন।

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, এ ব্যাপারে (আল্লাহকে দেখা, না দেখার ব্যাপারে) কোনো ফায়সালা না করা এবং নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোনো আমল জড়িত নয়। বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। কোনো বিষয় অকাট্যরূপে না জানা পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান।

মুফতী শফী (র) বলেন, আমার মতে এটাই (ইমাম কুরতুবীর মত) নিরাপদ ও সাবধানতার পথ।

www.pathagar.com

আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন, এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হলো এই যে, নবী (সা) নিঃসন্দেহে তাঁর রব্বকে দিল দিয়ে দেখেছেন, চোখ দিয়ে নয়।

প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, এ বিষয়ে চূড়ান্ত জবাব এই যে, রাসূল (সা) আল্লাহকে স্বরূপে দেখেননি, অনুরূপ কথা কোনো সাহাবীও কখনো বলেননি। (আর রাহীক্ব, ১৩৯) বরং তিনি আল্লাহর নূর দেখেছিলেন। (মুসলিম, মিশকাত) শেষের দলের মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। মহান আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত।

পরকালে দীদার (সাক্ষাৎ) ঃ সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জান্নাতীগণ তথা সর্বশ্রেণীর মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবেন। সহীহ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বুঝা যায়, দীদার অসম্ভব নয়, তবে দুনিয়াতে এ দীদার সহ্য করার মতো শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই।

পরকালের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন বলে,

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

'পরকালে মানুষের দৃষ্টি সূতীক্ষ্ম ও শক্তিশালী করে দেয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেয়া হবে।' (সূরা ক্বফ, ২২)

রাসূল (সা) বলেন, 'জান্নাতী লোকেরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের দেবো– এরপর আল্লাহ তা'আলা অন্তরাল দূর করে দেবেন। তাঁরা আল্লাহর দর্শন লাভ করবে।' (মুসলিম, তিরমিযী)

ইসরার শুরু

নবীজী (সা) মক্কাতে শিয়াবে আবি তালেবে অবস্থিত তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হানীর ঘরে ই'শার নামায পড়ে শুয়েছিলেন। তখন তাঁর একপাশে নিদ্রিত ছিলেন চাচা আমির হামযা (রা) এবং অন্য পাশে ঘুমাচ্ছিলেন চাচাতো ভাই জাফর (রা)।

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি হেরেম শরীফে শুয়েছিলেন। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো

www.pathagar.com

গড়মিল নেই। কেউ ঘর হতে আবার কেউ হেরেম হতে ইসরার শুরু ধরেন। তাঁর ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করে জীব্রাইল (আ) ও মিকাইল (আ) তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। তখন তিনি ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থার মাঝামাঝি পর্যায়ে ছিলেন।

জীব্রাইল (আ) তাঁকে ঐ ঘর হতে বের করে মসজিদুল হারামের দিকে হাতিমের কাছে নিয়ে যান। সেখানে তিনি শুয়ে পড়েন। তখন তাঁর মধ্যে ঘুমের ভাব ছিলো।

এরপর জীব্রাইল (আ) তাঁর সীনা থেকে নাভীর উপর পর্যন্ত ফেড়ে তাঁর বুক ও পেট থেকে কিছু বের করে সেটাকে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে পাক সাফ করে দেন। তারপর তিনি সোনার একটি তশতরী আনেন। যা ঈমান ও হিকমাত (শরীআ'তী জ্ঞান) দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। তা দ্বারা তিনি তাঁর সীনাটাকে ভরে দেন এবং তাঁর ফাড়া অংশ ঠিকঠাক করে দেন। (বুখারী, ১/৫৪)

তাঁর বক্ষ বিদীর্ণের কারণে তিনি তন্দ্রালু অবস্থায় যখন কাবার নিকটবর্তী হাতিমে ছিলেন তখন জীব্রাইল (আ) তাঁর পায়ে টোকা মারেন। তিনি উঠে বসে কাউকে দেখা না পেয়ে শোবার জায়গায় ফিরে যান। আবার জীব্রাইল (আ) তাঁর পায়ের পাতায় টোকা মারেন, ফলে তিনি উঠে বসেন।

এবার জীব্রাইল (আ) তাঁর হাতের নড়াটা ধরেন। তিনি তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ান। তারপর মসজিদুল হারামের দরজার দিকে তিনি রওয়ানা হন। ওখানে একটি সাদা জন্তু (বুরাক) ছিলো।

মক্কা মুকাররমা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস যাত্রা

রাসূল (সা) বুরাকে চড়ার পর জীব্রাইলের (আ) সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হন। হঠাৎ রাস্তার একদিকে তিনি একটি বুড়ীকে দেখতে পান। তিনি (সা) বলেন, এটা কে হে জীব্রাইল! তিনি বলেন, চলুন হে মুহাম্মাদ (সা)! তিনি চলতে থাকেন। আবার রাস্তার ধারে একটি জিনিস তাঁকে ডাকলো, আসুন হে মুহাম্মাদ! তখন জীব্রাইল (আ) তাঁকে বলেন, চলুন হে মুহাম্মাদ! তাই তিনি চলতে লাগলেন।

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কিছু সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা বললেন,

www.pathagar.com

আসসালামু আলাইকা, হে হাশির (যার পরে আর কেউ নেই)! তখন তাঁকে জীব্রাইল (আ) বললেন, আপনি সালামের জবাব দিন। তাই তিনি সালামের জবাব দিলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁদেরকেও তিনি ঐরূপ বললেন। পরিশেষে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন।

তাঁর কাছে পানি, সুরা ও দুধ পেশ করা হলো। তখন রাসূল (সা) দুধটাকে গ্রহণ করলেন। অতঃপর জীব্রাইল (আ) বলেন, আপনি স্বভাবজাত প্রকৃতিকে পেয়ে গেছেন। আপনি যদি পানিটা পান করতেন, তাহলে আপনি ডুবে যেতেন এবং আপনার উম্মাতও ডুবে যেত। আর আপনি যদি সুরাটা পান করতেন, তাহলে আপনি পথভ্রষ্ট হতেন এবং আপনার উম্মাতও বিভ্রান্ত হয়ে যেত।... জীব্রাইল (আ) বলেন, সে বুড়ীটা যাকে আপনি রাস্তার ধারে দেখেছিলেন, সে হচ্ছে পৃথিবীর সে অংশ যতটা বয়স এ বুড়ীর বাকী আছে। আপনাকে যে ডেকেছিল, সে চেয়েছিল আপনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন। সে ছিলো আল্লাহর দুশমন ইবলিস। আর যারা আপনাকে সালাম দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)।

হাফিয ইবন্ কাছীর (র) বলেন, এর কোনো শব্দে আপত্তি ও অভিনবত্ব আছে। কোনো বর্ণনায় দু'টা পাত্রের কথা রয়েছে। এক, দুধ এবং দুই, শরাব। (বুখারী, মুসলিম)

কোনো বর্ণনায় দুধ ও মধুর কথা এসেছে। আমি মসজিদ হতে বের হলাম, তখন জীব্রাইল আমার নিকট মদ ও দুধ এর দু'টি পাত্র নিয়ে আসলেন। আমি দুধকে পছন্দ করলাম। জীব্রাইল বললেন, আপনি ফিতরাত বা মানবতার স্বভাবকে পছন্দ করেছেন। (মুসলিম, মিশকাত)

রাসূল (সা) বলেন, যখন আমরা খেজুর গাছওয়ালা একটি যমীনে পৌঁছালাম তখন জীব্রাইল (আ) বলেন, আপনি এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। তাই আমি নামলাম এবং নামায পড়লাম। তারপর আমরা বুরাকে চড়লাম। জীব্রাইল (আ) বলেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? আমি বললাম, আল্লাহ ভাল জানেন। এবার জীব্রাইল (আ) বললেন, আপনি নামায পড়লেন ইয়াসরীবে (মদীনা শরীফের পূর্ব নাম) তথা ত্বইবাতে। (মুসনাদে বাযযার) নাসায়ীর বর্ণনায় আছে, এটাই আপনার হিজরতের জায়গা হবে ইনশা-আল্লাহ।

বুরাকটি চলতে লাগলো এবং যেখানে তার দৃষ্টি পড়ছিল সেখানে সে তার পা

www.pathagar.com

ফেলছিল। তারপর আমরা এমন একটি জায়গায় পৌঁছালাম যেখানে জীব্রাইল আমাকে বলেন, এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। তাই আমি নামলাম এবং নামায পড়লাম।

জীব্রাইল বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? আমি বললাম, আল্লাহ ভাল জানেন। তিনি বললেন, আপনি মাদয়ান শহরে নামায পড়লেন মূসার গাছের নীচে। অন্য বর্ণনায় আছে, এটা সীনাই পর্বত। যেখানে আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছিলেন।

বুরাকটি তার দৃষ্টি পর্যন্ত পা ফেলে চলতে লাগলো। আমরা এমন একটি জায়গায় পৌঁছালাম যার সৌধগুলো আমাদের সামনে প্রকাশিত হলো। তখন জীব্রাইল বললেন, এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। তাই আমি নামলাম এবং নামায পড়লাম। তারপর আমরা বুরাকে চড়লাম। জীব্রাইল বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? আমি বললাম, আল্লাহ ভাল জানেন। তিনি বললেন, বায়তুল লাহ্‌ম। যেখানে মারইয়ামের পুত্র ঈসা মসীহের জন্ম হয়েছিল। বুরাক আমাদের নিয়ে চললো। শেষে আমরা ইয়ামনী দরজা দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের শহরে ঢুকলাম।

আমি মসজিদটির কিবলার দিকে এলাম। তিনি ওখানে বুরাকটি বাঁধলেন। তারপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে আকসায় ঢুকলাম। আমার খাতিরে নবীদের জমায়েত করা হলো। তারপর জীব্রাইল আমাকে এগিয়ে দিলেন। আমি তাঁদের ইমামতি করলাম।

রাসূল (সা) বলেন, আমি যখন বুরাকে চড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যাচ্ছিলাম তখন একজন আহবানকারী ডান দিক থেকে ডাক দেয়, হে মুহাম্মাদ! আমাকে দেখুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু আমি জবাব দিইনি। একজন আহবানকারী বাম দিক থেকে ডাক দেয়, হে মুহাম্মাদ! আমাকে দেখুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু আমি জবাব দিইনি।

আমরা চলতেই থাকি। ইত্যবসরে একটি নারী তার দু'টি বাহু উলঙ্গ করে, সব রকম সৌন্দর্য যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার উপরে তা রয়েছে, সে বলে হে মুহাম্মাদ, আমাকে দেখুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। আমি তার দিকে তাকালাম না। শেষে আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে গেলাম।

www.pathagar.com

আমি আমার জন্তুটিকে সে চক্রে বাঁধলাম, যাতে নবীগণ (তাঁদের জন্তুগুলো) বাঁধতেন। আমি পথেতে আমাকে আহবানকারীদের সম্পর্কে জীব্রাইলকে (আ) জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বলেন, আপনার ডানদিকের আহবানকারী ইহুদি। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মাত ইহুদি হয়ে যেত। বামদিকের আহবানকারী খৃষ্টান। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মাত খৃষ্টান হয়ে যেত।

আর উলঙ্গ বাহু রং ঢং করা নারীটি এ পৃথিবী। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মাত পরকালের উপর এ দুনিয়াকে প্রাধান্য দিত। আমি এবং জীব্রাইল বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম। আমরা প্রত্যেকেই দু'রাকাত নামায পড়লাম।

পথিমধ্যে কিছু আশ্চর্য ঘটনা

জিহাদকারীর পুরস্কার

রাসূল (সা) বুরাকে চড়ে যখন মক্কা থেকে সফর (ভ্রমণ) শুরু করেন তখন তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে যান, যারা এক দিনে চাষ করছে এবং ঐ দিনেই ফসল কাটছে। যখন তারা তা কাটছে তখনই তা আবার তৈরীও হয়ে যাচ্ছে। তাই নবী (সা) বলেন, হে জীব্রাইল! এরা কারা তিনি বলেন, এরা আল্লাহর পথে জিহাদকারী। এদের নেকীসমূহ ৭০০ গুন করা হচ্ছে। আর এরা যেসব জিনিস খরচ করেছে তারই বদলা আল্লাহ তাদেরকে দিচ্ছেন।

নামাযে অবহেলাকারীদের শাস্তি

ভ্রমণে রাসূল (সা) এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে আসলেন, যাদের মাথাগুলো পাথর দিয়ে চুরমার করে দেয়া হচ্ছে। যখনই তা চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখনই তা আবার তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আর ঐ কাজ থেকে তাদের বিরাম নেই। তাই তিনি (সা) বললেন, এরা কারা হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এরা তারা যারা নামাযের পরোয়া করতো না।

ব্যভিচারে লিপ্ত নর-নারীর শাস্তি

রাসূল (সা) এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যাদের সামনে একটি হাঁড়িতে রান্না করা গোস্ত এবং অন্য হাঁড়িতে পঁচা গোস্ত রয়েছে। তারা পঁচা গোস্ত খাচ্ছে

www.pathagar.com

এবং রান্না করা পবিত্র গোস্ত ছেড়ে দিচ্ছে। আমি বললাম, এরা কারা হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মাতের সে ব্যক্তি যার কাছে হালাল (বিয়ে করা) স্ত্রী আছে, তথাপিও সে নাপাক নারীর কাছে আসে। সকাল পর্যন্ত তার কাছে রাত কাটায়। তেমনি সে নারী যার হালাল স্বামী আছে, অথচ সে নাপাক পুরুষের কাছে আসে। সকাল পর্যন্ত তার কাছে রাত কাটায়।

ডাকাত ও লুটেরার শাস্তি

রাসূল (সা) একটি পাথরের কাছে এলেন যা পথের উপরই ছিলো। অতঃপর ওর পাশ দিয়ে যে কাপড়ই অতিক্রম করছিল সেটাকে তা ছিড়ে ফেলছিল। তিনি (সা) বললেন, এটা কি হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এটা আপনার উম্মাতের মধ্যে সে সম্প্রদায়গুলোর উদাহরণ যারা রাস্তায় বসে ডাকাতি ও লুট করতো।

আমানতের খেয়ানতকারীদের শাস্তি

রাসূল (সা) একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যারা কাঠের একটা বিরাট বোঝা জড় করে রেখেছে। যা সে বইতে পারছে না অথচ তার উপরে সে আরও বোঝা চাপাচ্ছে। তাই রাসূল (সা) বললেন, এরা কারা হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মাতের এমন লোক যাদের কাছে লোকদের আমানত জমা রয়েছে। সেগুলোকে সে আদায় করতে পারছে না। অথচ সে ওর উপর আরো বোঝা চাপাচ্ছে।

কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যাকারীদের শাস্তি

রাসূল (সা) এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যাদের জিহবা ও ঠোটগুলো জাহান্নামের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। তা যখনই কাটা হচ্ছে তখনই সেটা আবার তৈরী হয়ে যাচ্ছে। যেমন তা ছিলো। তা থেকে তাদের বিরাম দেয়া হচ্ছে না। রাসূল (সা) বললেন, এরা কারা হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এরা বিশৃংখলাকারী বক্তা।

এরা দায়িত্ব জ্ঞানহীন বক্তা। এরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য মুখে যা আসতো তাই বলতো। কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই যে কোনো কথা এরা বলতো। ফলে সমাজে ও দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতো।

বড় বড় কথা বলা লোকদের শাস্তি

নবী (সা) একটি ছোট পাথরের কাছে এলেন, যার ভিতর থেকে একটা বিরাট বড়

www.pathagar.com

বলদ বের হচ্ছে। তারপর ঐ বলদটি ওর মধ্য দিয়ে যেতে চাইছে যেখান থেকে সে বের হয়েছিল। কিন্তু সে যেতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই তিনি (সা) বললেন, এটা কি হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এ ব্যক্তি বড় বড় কথা বলছে যার জন্য সে লজ্জিতও হচ্ছে, কিন্তু সেটাকে সে ফেরত নিতে পারছে না।

জান্নাতের ধ্বনি

নবী (সা) একটি পাহাড়ী উপত্যকায় এলেন। সেখানে তিনি ঠান্ডা সুগন্ধি এবং মিশকের খোশবু পেলেন। আর একটি আওয়াজও শুনতে পেলেন। তাই তিনি বললেন, এটা কি হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এটা জান্নাতের ধ্বনি। জান্নাত বলছে হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আপনি তা দিন, যার ওয়াদা আপনি আমার সাথে করেছেন। ইতোমধ্যে আমার কামরাগুলো ও রকমারী সাজসজ্জা এবং আমার লোটা ও বাহনাদি আর আমার মধু ও পানি এবং আমার দুধ ও সুরা প্রভৃতি তৈরী হয়ে আছে। তাই আপনি আমাকে আমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিন। তখন আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য আছে প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী। তখন জান্নাত বললো আমি সন্তুষ্ট।

জাহান্নামের ধ্বনি

রাসূল (সা) আর একটি উপত্যকায় এলেন। তিনি ভয়ংকর আওয়াজ শুনলেন ও দুর্গন্ধময় বাতাস পেলেন। তাই তিনি বললেন, এটা কি হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এটা জাহান্নামের ধ্বনি। জাহান্নাম বলছে, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে তা দিন যার ওয়াদা আমার সাথে আপনি করেছেন। কারণ আমার শিকল, বেড়ী এবং শাস্তি তৈরি হয়ে আছে। আর আমার গভীরতা আরও গভীর হয়েছে এবং আমার তাপটা প্রচণ্ড হয়েছে। তাই আপনি আমাকে দেয়া আপনার ওয়াদাটা পূর্ণ করুন। তিনি বললেন, তোমার জন্য রয়েছে প্রত্যেক নাপাক নর ও নারী এবং প্রত্যেক দাম্ভিককারী যে হিসাব-নিকাশের দিনটাকে বিশ্বাস করতো না। তখন জাহান্নাম বললো, আমি সন্তুষ্ট। এরপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে এলেন, বুরাকটিকে একটি পাথরে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলেন।

www.pathagar.com

হুরদের সাথে আলোচনা

জীব্রাইল ও মুহাম্মাদ (সা) যখন মসজিদটির বারান্দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তখন জীব্রাইল (আ) বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা) আপনি কি আপনার পালনকর্তার কাছে এ প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি আপনাকে হুরেয়ীনদের (জান্নাতের সুলোচনা নারীদের) সাথে সাক্ষাৎ করাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

জীব্রাইল (আ) বললেন, তাহলে চলুন সেসব নারীদের দিকে। আপনি তাদেরকে সালাম দিন। আমি তাদের কাছে এলাম এবং তাদেরকে সালাম দিলাম। তারপর তারা আমাকে সালামের জবাব দিলো। আমি বললাম, আপনারা কারা ? তারা বললো, আমরা সর্বোত্তম সুন্দরী (হুরগণ), সৎশীল সম্প্রদায়ের বিবি, যারা পাক পবিত্র, স্থিতিশীল ও চিরজীবি।

আমি ফিরে এলাম। আমি একটু অবস্থান করলাম। তখন বহু লোক জড় হলো, তারপর মুয়ায্যিন আযান দিলো এবং ইকামত দেয়া হলো। তাই আমরা লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম। জীব্রাইল আমার হাতটা ধরে আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলেন। তাই আমি তাঁদেরকে নামায পড়ালাম। যখন আমি সালাম ফিরালাম তখন জীব্রাইল বললেন, হে মুহাম্মাদ আপনি জানেন কি, আপনার পিছনে কারা নামায পড়লেন? আমি বললাম না। জীব্রাইল বললেন, আপনার পিছনে নামায পড়লেন প্রত্যেক নবী যাঁদের আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

অন্যান্য বর্ণনায় আছে, তিনি (সা) মসজিদে ঢুকে প্রথমে দুরাকাত (মসজিদে সালামীর) নামায পড়েন। (মুসলিম, ১/৯১) তারা দুজনই ওখানে নামায পড়েন। (বায়হাকী)

নবীজী বলেন, আমি আমাকে নবীদের এক জামা'আতের মাঝে খুঁজে পেলাম।... সলাতের সময় হয়ে গেলো এবং আমি তাঁদের ইমামতি করলাম। (মুসলিম, মিশকাত)

ইবন কাছীর (র) বলেন, নামাযে নবীদের ইমাম হওয়ার ঘটনাটি কারও কারও মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যত ঃ এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আকাশে নবীদের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, জীব্রাইল (আ) সব নবীদের সাথে তাঁকে পরিচয়

www.pathagar.com

করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

এছাড়া সফরের উদ্দেশ্য ছিলো উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই এ কাজটি প্রথমে সেরে নেয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব নবী বিদায় দানের জন্য তাঁর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসেন এবং জীব্রাইলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যত ঃ তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠতের প্রমাণ দেয়া হয়।

আকাশসমূহে রাসূল (সা)

প্রথম আকাশ ঃ নবী (সা) বলেন, আমি যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের কর্মসূচী হতে অবসর পেলাম তখন একটি সিঁড়ি আমার কাছে আনা হলো। এর চেয়ে সুন্দর জিনিস আমি দেখিনি। এটাই সিঁড়ি যার দিকে মরণাপন্ন ব্যক্তি চেয়ে থাকে যখন তার কাছে মরণ হাযির হয়। জীব্রাইল আমাকে তাতে চড়িয়ে দিলেন। আমি আকাশের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজার কাছে পৌঁছালাম। যার নাম বায়তুল হাফাযাহ (সংরক্ষণকারীদের দরজা)। তাতে একজন ফেরেশতা আছে যার নাম ইসমাঈল। তাঁর অধীনে ১২ হাজার ফেরেশতা আছে। ওদের মধ্যকার প্রত্যেক ফেরেশতার অধীনে আরও ১২ হাজার করে ফেরেশতা আছে।

আদমের (আ) সাথে সাক্ষাৎ

রাসূল (সা) বলেন, জীব্রাইল আকাশটির দরজা খোলার জন্য প্রার্থনা করলেন। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাঁর কাছে লোক পাঠানো হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আদম (আ)কে সে আকৃতিতে দেখা গেলো, যে আকৃতিতে আল্লাহ তাঁকে প্রথম দিনে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর ঈমানদার সন্তানদের রূহগুলো পেশ করা হচ্ছিল। তখন তিনি বলছিলেন, পবিত্র আত্মা ও পবিত্র দেহ। এদেরকে তোমরা ইল্লিনে রাখো। তাঁর কাছে পাপী-দূরাচারদের রূহগুলো পেশ করা হলো। তখন তিনি বলছিলেন, বদমায়েশ আত্মা ও অপবিত্র দেহ। এদেরকে তোমরা সিজ্জিনে রাখো।

রাসূল (সা) বলেন, আমি যখন প্রথম আকাশে চললাম, তখন একজন লোককে বসা অবস্থায় পেলাম। তাঁর ডানদিকে কিছু লোকের ছায়া দেখলাম এবং তাঁর বাম

www.pathagar.com

দিকে কিছু লোকের ছায়া দেখলাম। তিনি যখন ডানদিকে দেখছিলেন, তখন তিনি হাসছিলেন। আর তিনি যখন বামদিকে তাকাচ্ছিলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। তিনি বললেন, সৎ নবী ও সৎ পুত্রকে স্বাগতম! তখন আমি জীব্রাইলকে বললাম, কে এ লোক হে জীব্রাইল!

তিনি বললেন, আদম (আ)। আর ডানদিকের ছায়াগুলো জান্নাতবাসী এবং বামদিকের ছায়াগুলো জাহান্নামবাসী। তাই তিনি যখন ডানদিকে দেখছেন, তখন হাসছেন এবং যখন বামদিকে দেখছেন তখন কাঁদছেন। (বুখারী, ১/৫৪)

এ আকাশে কিছু আশ্চর্য ঘটনা

হারাম গ্রহণকারীদের শাস্তি

নবী (সা) বলেন, আমি একটু আগে বাড়লাম, হঠাৎ কিছু দস্তরখানা নযরে পড়লো। যাতে কাটা কাটা গোস্তের টুকরা রয়েছে। ওর কাছে কেউ আসছে না। আবার কিছু দস্তরখানা দেখলাম, যাতে দুর্গন্ধযুক্ত গোস্ত রয়েছে। ওর কাছে কিছু লোক রয়েছে, যারা ওখেকে কিছু খাচ্ছে। আমি বললাম, হে জীব্রাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনারই উম্মাত যারা হারামের কাছে আসত এবং হালালকে ছেড়ে দিত।

অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের সম্পদ ভক্ষণকারীদের শাস্তি

আমি আরেকটু অতিক্রম করলাম। হঠাৎ এমন সম্প্রদায়ের দেখা পেলাম, যাদের ঠোঁটগুলো উটের ঠোঁটের মতো। তাদের মুখগুলো খোলা হচ্ছে, তারপর তাতে অঙ্গারের লোকমাহ (গ্রাস) দেয়া হচ্ছে। তা তাদের নীচ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। আমি তাদেরকে আল্লাহর কাছে চিৎকার করতে শুনলাম। তাই আমি বললাম, এরা কারা হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মাতের তারা, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করতো। তারা নিজেদের পেটের মধ্যে কেবলমাত্র আগুন ভক্ষণ করতো। তাই তারা আগুনে প্রবেশ করবে।

ব্যভিচারিণীদের শাস্তি

আমি আরেকটু অতিক্রম করলাম। এমন নারীদের দেখলাম, যারা নিজেদের স্তনগুলোতে ঝুলছে। আমি তাদেরকে আল্লাহর কাছে চিৎকার করতে শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এরা কারা হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এরা আপনার

www.pathagar.com

উম্মাতের ব্যভিচারিণীগণ। অন্য বর্ণনায় এতটা বাড়তি আছে, এরা পরপুরুষের বীর্যে জন্ম লাভ করা সন্তানদেরকে নিজ স্বামীর ঘাড়ে চাপায়।

সুদখোরদের শাস্তি

আমি একটু আগে বাড়লাম। এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখলাম, যাদের পেটগুলো ঘরের মতো। ওদের মধ্যকার কেউ যখনই দাঁড়াতে চায়, তখনি সে পড়ে যায়। তাই সে বলছে, আল্লাহ্ গো! কিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত করো না। অথচ ওরা ফিরাউন বংশের চলতি রাস্তায় রয়েছে। তাই যখন কোনো পথিক আসছে তখন ওদেরকে মাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, এরা কারা হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মাতের তারা, যারা সুদ খেত। এরা দাঁড়াতে পারে না, কেবল তার মতো দাঁড়ায় যাকে শয়তান ছুঁয়ে কুঁকড়ে দেয়।

পরনিন্দাকারীর শাস্তি

আমি একটু অতিক্রম করলাম। এমন একটি সম্প্রদায়কে পেলাম, যাদের পার্শ্বগুলো থেকে গোস্ত কাটা হচ্ছে। তারা সেটাকে লোকমাহ বানাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এটাকে তোমরা খাও যেমন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গোস্ত খেতে। আমি বললাম, এরা কারা হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মাতের পরনিন্দাকারীগণ ও একের কথা অপরকে লাগায় যারা।

দ্বিতীয় আকাশ ঃ আমাদের দ্বিতীয় আকাশে চড়ানো হলো। জীব্রাইল দরজা খোলার প্রার্থনা করলেন। তখন বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জীব্রাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো। হঠাৎ আমি দুই খালাতো ভাইকে দেখতে পেলাম। তাঁরা হলেন, ঈসা ইবন্ মারয়াম এবং ইয়াহইয়া ইবন্ যাকারিয়া (আ)। তাঁরা দু'জন আমাদের স্বাগতম জানালেন এবং আমার ভালোর জন্য দো'আ করলেন। (মুসলিম, ১/৯১)

তৃতীয় আকাশ ঃ তারপর আমাদের নিয়ে জীব্রাইল তৃতীয় আকাশে চললেন। তিনি দরজা খোলার জন্য আবেদন করলেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জীব্রাইল। আবার বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবার বলা হলো, তাঁকে স্বাগতম! কি সুন্দর আগমন এটা। তারপর দরজা খোলা হলো। আমি যখন

www.pathagar.com

তৃতীয় আকাশে পৌঁছালাম, তখন ইউসুফকে দেখলাম। জীব্রাইল বললেন, এ ব্যক্তি ইউসুফ, একে সালাম করুন। তাই আমি সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন, তারপর বললেন, সৎ ভাই- সৎ নবীকে স্বাগতম! (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫২৭ পৃ)

অন্য বর্ণনায় আছে, ইউসুফকে দুনিয়ার অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। (মুসলিম) আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো।

চতুর্থ আকাশ ঃ তিনি আমাকে নিয়ে চললেন। চতুর্থ আকাশে এলেন এবং দরজা খোলার প্রার্থনা করলেন। তখন বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জীব্রাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে স্বাগতম! কি সুন্দর আগমন এটা।

আমি যখন চতুর্থ আকাশে পৌঁছালাম, তখন ইদরীসকে দেখলাম। জীব্রাইল বললেন, এ ব্যক্তি ইদরীস, একে সালাম করুন। তাই আমি সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন। তারপর বললেন, সৎ ভাই ও সৎনবীকে স্বাগতম!

পঞ্চম আকাশ ঃ তারপর তিনি আমাকে নিয়ে চললেন। পঞ্চম আকাশে এলেন। দরজা খোলার জন্য আবেদন করলেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জীব্রাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে স্বাগতম! কি সুন্দর আগমন এটা। দরজা খোলা হলো। আমি যখন পঞ্চম আকাশে পৌঁছালাম, তখন হারুনকে দেখতে পেলাম। জীব্রাইল বললেন, এ ব্যক্তি হারুন। একে সালাম করুন। তাই আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন। বললেন, সৎ ভাই ও সৎ নবীকে স্বাগতম!' অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁর (হারুনের) অর্ধেক দাড়ি সাদা এবং অর্ধেক দাড়ি কালো। আর লম্বার কারণে তা প্রায় নাভী পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।

ষষ্ঠ আকাশ ঃ জীব্রাইল আমাকে নিয়ে চললেন। তিনি ষষ্ঠ আকাশে এলেন। তিনি দরজা খোলার জন্য আবেদন করলেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জীব্রাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে

www.pathagar.com

স্বাগতম! কি সুন্দর আগমন এটা। আমরা যখন ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছালাম, তখন মূসার (আ) দেখা পেলাম। জীব্রাইল বললেন, এ ব্যক্তি মূসা (আ)। এঁকে সালাম করুন। তাই আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন ও বললেন, সৎ ভাই ও সৎ নবীকে স্বাগতম!

আমি যখন আগে বাড়লাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হলো, কিসে আপনাকে কাঁদালো? তিনি বললেন, আমি কাঁদছি এজন্য যে, একজন (আমার চেয়ে) কাঁচা রাসূলকে আমার পরে নবী করে পাঠানো হয়েছে। যার উম্মাত আমার উম্মাতের চেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় আছে, আমি মূসা (আ) কে পেলাম অধিক পশমওয়ালা বাদামী রং পুরুষ। তাঁর উপরে যদি দুটি জামা থাকে তবুও তাঁর পশম বুঝা যাবে। তিনি বলছিলেন, লোকেরা ভাবে যে, এঁর চেয়ে আমি বেশী সম্মানিত আল্লাহর নিকটে। না, বরং ইনিই (মুহাম্মাদ) আমার চেয়ে বেশী সম্মানিত আল্লাহর নিকটে।

সপ্তম আকাশ ঃ জীব্রাইল আমাকে নিয়ে চললেন। তিনি দরজা খোলার আবেদন করলেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জীব্রাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে স্বাগতম! কি সুন্দর আগমন এটা। আমি যখন সপ্তম আকাশে পৌঁছালাম, তখন ইব্রাহীমকে দেখতে পেলাম। জীব্রাইল বললেন, ইনি আপনার বংশপিতা ইব্রাহীম। একে সালাম করুন। তাই আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন। বললেন, সৎ পুত্র ও সৎ নবীকে স্বাগতম!

তিনি পয়গম্বরদের স্থানসমূহ অতিক্রম করে এমন এক ময়দানে পৌঁছেন যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শুনা যাচ্ছিলো। তাঁকে তার উপরে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে আল্লাহর নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ্গের প্রজাপতিসমূহ ইতস্তত ছুটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল।

এখানে তিনি জীব্রাইলকে ৬০০ পাখাসহ স্বরূপে দেখেন। সেখানে তিনি একটি দিগন্ত বেষ্টিত সবুজ রঙ্গের রফরফ দেখেন। সবুজ রঙ্গের গদিবিশিষ্ট পাল্কীকে রফরফ বলে।

www.pathagar.com

সিদরাতুল মুনতাহা ও বায়তুল মা'মুরে রাসূল (সা)

নবী (সা) বলেন, আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত তোলা হলো। হঠাৎ দেখলাম, ওর ফলগুলো হাজার নামক জায়গায় তৈরী বড় বড় কলসির মতো এবং ওর পাতাগুলো হাতির কানের মতো। তিনি বললেন, এটা সিদরাতুল মুনতাহা। ওখানে ৪টি নদী আছে। দু'টি নদী ভিতরমুখী এবং দু'টি নদী বাহিরমুখী। আমি বললাম, এ দু'টি কি? হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, ভিতরমুখী দু'টি জান্নাতের মধ্যকার নদী। আর বাহিরমুখী দু'টি (মিসরের) নীল এবং (ইরাকের) ফোরাত নদী।

আমার জন্য বায়তুল মা'মূরকে তোলা হলো। তারপর আমার কাছে কতিপয় পাত্র আনা হলো। সুরার পাত্র ও দুধের পাত্র এবং মধুর পাত্র। আমি দুধটাকে গ্রহণ করলাম। জীব্রাইল বললেন, এটাই তো প্রকৃত স্বভাব যার উপরে আপনি আছেন এবং আপনার উম্মাতও আছেন। (বুখারী, মুসলিম)

বায়তুল মা'মূর সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন, আসমানে একটি মসজিদ আছে, যা কাবার সোজাসুজি, তা যদি পড়ে যায় তাহলে তা কাবারই উপরে পড়বে। তাতে প্রত্যেকদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে। ওরা যখন ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে তখন ওরা আর ওতে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। আলি (রা) বলেন, ৭ম আকাশের উপরে আরশের নীচে একটি ঘর। যাকে যুরাহ্ বলা হয়। এরই অপর নাম বায়তুল মা'মূর।

সিদরাতুল মুনতাহা (শেষ কুল গাছ) সম্পর্কে ইমাম রাযী বলেন, সিদর হলো, একটি কুলের গাছ। যা ৭ম আকাশে রয়েছে। আল্লামা আলুসী বলেন, তা আরশের ডান দিকে রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, এর সম্পর্কে ৯ টি মত পাওয়া যায়,

ইবন্ মাসউদ (রা) বলেন, যমীন থেকে যা কিছু উঠে তা ওখানে শেষ হয়ে যায়। তেমনি আরশের উপর থেকে যা কিছু নীচে নামে তা ওখানে নামিয়ে দেয়া হয়।

ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, ঐ পর্যন্ত নবীদের জ্ঞান শেষ হয়ে যায় এবং ওর পেছনের জ্ঞান তাঁদের আড়ালে থেকে যায়।

www.pathagar.com

যাহহাকের মতে, সব রকম আমল ঐ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় এবং ওখান থেকে তা নামিয়ে দেয়া হয়।

কা'বের মতে, ফেরেশতা ও নবীদের আগমন ঐ পর্যন্ত শেষ এবং ওখানে তাঁদের বিরতি।

রবী ইবন্ আনাস বলেন, ঐ পর্যন্ত শহীদদের রূহ পৌঁছায়।

কাতাদাহ বলেন, ঐ পর্যন্ত ঈমানদারের রূহগুলো পৌঁছায়।

আলী (রা) বলেন, ঐ পর্যন্ত সে পৌঁছাতে পারে, যে মুহাম্মাদের (সা) রীতি নীতি ও পদ্ধতি মোতাবেক চলে।

কা'বের মতে, ওটা একটা গাছ। আরশ বহনকারী ফেরেশতার মাথার উপরে। ঐ পর্যন্ত সৃষ্টি জগতের বিদ্যা শেষ হয়ে যায়।

ওর নাম সিদরাতুল মুনতাহা এজন্য যে, ওখানে যাকে তোলা হয়েছে তাঁকে সম্মানের চরম পর্যায়ে পৌঁছানো হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন রাসূল (সা)কে মি'রাজের রাতে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছানো হয় তখন তাঁকে বলা হয়, এ পর্যন্ত সবার দৌড় শেষ হয়। তবে আপনার উম্মাতের তাঁরা ছাড়া, যারা আপনার পদ্ধতি মোতাবেক চলে।

সিদরাতুল মুনতাহার ঐ গাছটি এমন একটি গাছ, যার ছায়াতে দ্রুতগামী আরোহী ১০০ বছর দৌড়েও তা অতিক্রম করতে পারে না। ওর এক একটি পাতা এ উম্মাতের সবাইকে ঢেকে নিতে পারে।

এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দাহিয়াহ বলেন, কুল গাছটির পছন্দের তিনটি কারণ আছে, প্রশস্ত ছায়া, মিষ্টি স্বাদ এবং মনোরম সুগন্ধি। তাই ওটা সে ঈমানের পর্যায়ের মতো, যাতে কথা, কাজ এবং মননের সংমিশ্রণ হয়। ছায়াটি কাজের মতো, স্বাদ মননের পর্যায়ে এবং গন্ধটি কথার পর্যায়ে।

অন্য বর্ণনায় আছে, আমি বায়তুল মা'মূরে পিঠ ঠেকিয়ে সুন্দরতম পুরুষের বেশে আমাদের বংশপিতা ইব্রাহীম (আ)কে দেখলাম। তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও ছিলো। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনিও আমাকে সালাম দিলেন। আমি আমার উম্মাতকে দু'টি দলে দেখলাম। একটি এমন, যাদের দেহে সাদা কাপড় রয়েছে।

www.pathagar.com

আর একটি ভাগ এমন, যাদের দেহে ছাই রং কাপড় রয়েছে। আমি বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করলাম।

আমার সাথে সাদা কাপড় পরা লোকেরা ঢুকলো। আর ছাই রং কাপড়- পরা লোকেরা একেপাশে থাকলো। তবে তারা ভার অবস্থায় ছিলো। আমি এবং আমার সঙ্গীরা বায়তুল মা'মূরে নামায আদায় করলাম। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তিনি (জীব্রাইল) বললেন, বায়তুল মা'মূর এমন জায়গা যাতে প্রত্যেক দিন ৭০ হাজার ফেরেশতা নামায পড়েন। কিয়ামাত পর্যন্ত তারা ওতে ফিরে আসার সুযোগ পাবে না।

ঝর্ণা, জান্নাত এবং জাহান্নামের দিকে রাসূল (সা)

ঝর্ণা ঃ আমাকে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে নেয়া হলো, ওর প্রত্যেকটি পাতা এ উম্মাতকে প্রায় ঢেকে ফেলতে পারে। ওর মধ্যে একটি ঝর্ণাও আছে। যার নাম সালসাবিল। ওর থেকে দুটি স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। একটি কাওসার এবং অপরটি নাহরুর রহমাহ (করুণার ধারা)। ওতে আমি গোসল করলাম। ফলে আমার আগের ও পরের গোনাহ মাফ করা হলো।

জান্নাত ঃ আমাকে জান্নাতের দিকে নেয়া হলো। একটি যুবতী আমাকে স্বাগত জানালো। আমি বললাম, তুমি কার জন্য? হে যুবতী! সে বললো, (আপনার পালক পুত্র) যায়িদ বিন হারিসার (রা) জন্য। আমি কতিপয় নহরধারা দেখলাম সচ্ছ পানির এবং কতিপয় নহর দুধের, যার স্বাদ পরিবর্তন হয়নি। আর কতিপয় নহর সুরার যা পানকারীর জন্য মজাদার এবং কতিপয় নহর খাঁটি মধুর।

আর ওর বেদানাগুলো যেন বড় বড় বালতির মতো। আর ওর পাখিগুলো যেন বড় বড় উটের মতো। ওর কাছে এসে রাসূল (সা) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরী করে রেখেছেন যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের মনের কল্পনায়ও তা আসতে পারে না।

জাহান্নাম ঃ আমার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হলো। এর মধ্যে আল্লাহর গযব, রাগ এবং শাস্তি রয়েছে। তার মধ্যে যদি পাথর ও লোহা ফেলা হয় তাহলে সে

www.pathagar.com

ওটাকে খেয়ে ফেলবে। আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় তোলা হলো। তা আমাকে ঢেকে ফেললো। তখন তিনি আমার এবং তাঁর মাঝে তীরের সূতা ও তীরের ডাং এর মতো কাছাকাছি হয়ে গেলেন, কিংবা ওর চেয়েও নিকটবর্তী হলেন। ওর প্রত্যেকটি পাতায় একটি করে ফেরেশতা আছে।

ফেরেশতাদের কলমের আওয়াজ শ্রবণ

আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ৭ম আকাশের উপরে আমাকে চড়ানো হলে আমি সে জায়গাটায় চড়লাম যেখানে আমি (ফেরেশতাকে) কলম চালানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম। (বুখারী, ১/৫৪)

মূসার (আ) সাথে আলোচনা

মূসা (আ) আমাকে বললেন, আপনাকে কি নির্দেশ দেয়া হলো? আমি বললাম, দিন ও রাতে ৫০ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মাত দিন ও রাতে ৫০ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না। কারণ আল্লাহর কসম! আমি আপনার আগে লোকদেরকে পরীক্ষা করেছি এবং বানী ইসরাঈলকে কঠিনতম যাচাই করেছি। তাই আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাতের জন্য তা হালকা করার প্রার্থনা করুন। ফলে আমি ফিরে এলাম আমার নামায ১০ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। তারপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি ঐরূপ বললেন, ফলে আবার আমি ফিরে গেলাম। আবার আমার থেকে ১০ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেয়া হলো।

তারপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। এবারও তিনি ঐরূপ বললেন। তাই আবার আমি ফিরে গেলাম। আবার আমার থেকে ১০ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেয়া হলো। এরপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। এবারও তিনি ঐরূপ বললেন। তাই আমি আবার ফিরে গেলাম। এবারও ১০ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেয়া হলো। ফলে দিন ও রাতে ১০ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া হলো। আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি এবার ঐরূপ বললেন। তাই আমি আবার ফিরে গেলাম।

www.pathagar.com

এবার আমাকে দিনে ও রাতে ৫ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া হলো। তারপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আপনাকে কি নির্দেশ দেয়া হলো? আমি বললাম, প্রত্যেক দিন ও রাতে আমাকে ৫ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি বললেন, আপনার উম্মাত দিন ও রাতে ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না।

কারণ আমি আপনার আগে লোকদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি এবং বানী-ইসরাঈলদের কঠিনতম যাচাই করেছি। তাই আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে ফিরে যান, আপনার উম্মাতের খাতিরে তা হালকা করার প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন, আমি আমার পালনকর্তার কাছে এতো প্রার্থনা করেছি যে, পরিশেষে আমি লজ্জিত হয়ে পড়েছি। এমতাবস্থায় আমি ঐ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছি এবং (তাঁর কাছে) সোপর্দ করছি। তিনি বলেন, আমি আগে বাড়লাম। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, আমি আমার ফরয (অপরিহার্য বিধান) জারী করে দিয়েছি এবং বান্দাহদের থেকে তা হালকাও করে দিয়েছি। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫২৮)

মি'রাজের রাতে ৫০ ওয়াক্ত নামায, ফরয গোসলের জন্য ৭ বার পানি বহানো এবং কাপড় থেকে অপবিত্রতা ৭ বার ধৌত করার বিধান ফরয করা হয়েছিল। তখন রাসূল (সা) তা কমাবার জন্য বারংবার আবেদন জানাতে থাকেন। শেষপর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামায, ফরয গোসল ১ বার এবং কাপড় থেকে নাপাকী ১ বার ধৌত করার বিধান ফরয করা হয়। (আবু দাউদ, বায়হাকী)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায লাভ

আমার কাছে ওহী করা হলো যা ওহী করার। প্রত্যেক দিন ও রাতে আমার উপরে ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। তারপর আমি নেমে এলাম। শেষে মূসার কাছে পৌঁছালাম। (মুসলিম, ১/৯১)

রাসূল (সা) বলেন, এমন এক সময় সকল প্রকার রঙ বিশিষ্ট একটি মেঘ আমাকে ঢেকে ফেলে। তখন জীব্রাইল আমাকে ছেড়ে যায় এবং আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদায় পড়ে যাই। তখন আল্লাহ আমাকে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আসমান ও যমীন সৃষ্টির শুরু থেকে আমি তোমার উম্মাতের জন্য ৫০ ওয়াক্ত সলাত ফরয

www.pathagar.com

করেছি। অতএব তুমি ও তোমার উম্মাত তা গ্রহণ করো। রাসূল বলেন, মেঘটি সরে গেলো এবং চারদিক পরিষ্কার হয়ে গেলো। তখন জীব্রাইল এসে আমার হাত ধরলেন। আমি দ্রুত ইব্রাহীমের কাছে চলে এলাম। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। তখন আমি মূসার কাছে নেমে এলাম। তিনি আমাকে পুনরায় ফিরে গিয়ে সলাতের পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন।

মি'রাজের উপহার ও ১৪ দফা

রাসূল (সা) বলেন, যখন আমি পালনকর্তা এবং মূসার (আ) মাঝে যাওয়া আসা করছিলাম তখন একবার আল্লাহ বলেন, ' হে মুহাম্মাদ এ ৫ ওয়াক্ত নামায দিন ও রাতে থাকলো। প্রত্যেক নামাযের জন্য ১০টি নেকী। তাই ওটা ৫০ ওয়াক্ত নামায হলো। যে ব্যক্তি ভাল কাজের ইচ্ছা করবে, অতঃপর সে ঐ কাজটা করলো না, তার জন্য ১টি নেকী লেখা হবে। কিন্তু সে যদি ওটা করে তাহলে তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হবে।

আর যে ব্যক্তি একটি খারাপ কাজের ইচ্ছা করবে, অথচ সে ওটা করলো না তার জন্য কোনো পাপ লেখা হবে না। কিন্তু সে যদি ওটা করে তাহলে তার জন্য ১টি পাপ লেখা হবে।' (মুসলিম, ১/৯১)

মি'রাজের রাতে রাসূল (সা) কে তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছিল। ৫ ওয়াক্ত নামায, সূরাহ বাকারার শেষাংশ এবং তাঁর উম্মাতের যে ব্যক্তি কোনো জিনিসকেই আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, তার ধ্বংসাত্মক পাপগুলো ক্ষমা করা। (মুসলিম, ১/৯১)

উল্লেখ্য যে, বাকারাহ মাদানী সূরার অন্তর্ভুক্ত। অথচ মি'রাজ হয়েছে মক্কাতে। যেখানে বাকারাহর শেষ দু'আয়াত নাযিল হয়। এর জবাব এই যে, জীব্রাইলের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি এ দু'টি আয়াত নাযীল হয় তাঁকে প্রার্থনা শিক্ষা দেয়ার জন্য, যাতে আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করতে পারেন। জীব্রাইলের মাধ্যমে পুনরায় এ আয়াত দু'টি বাকারাহর বাকী আয়াতগুলোর সাথে মদীনায় নাযিল হয়। তাছাড়া এ আয়াত দু'টি এত মর্যাদাপূর্ণ যে এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন, দু'টি নূর আমাকে দেয়া হয়েছে যা ইতোপূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। একটি সূরা

www.pathagar.com

ফাতিহা, অন্যটি বাকারার শেষ দুটি আয়াত। যে ব্যক্তি এ দু'টি থেকে একটি হরফ পাঠ করবে তাকে তা দেয়া হবে। (মুসলিম, মিশকাত)

নিঃসন্দেহে দু'বার নাযীলের দ্বারা অত্র আয়াত দু'টির মর্যাদা ও অধিক গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

রাসূল (সা) বলেন, জীব্রাইল আমাকে নিয়ে ৭ম আকাশের একটি স্রোতধারার কাছে পৌঁছলেন। যার ধারে লাল ও সবুজ মার্বেল পাথরের এবং মুক্তার পানপাত্র ছিলো। এর কাছে সবুজ রং এর পাখিও ছিলো। এটা সবচেয়ে উত্তম পাখি যা আমি দেখেছি।

তাই আমি জীব্রাইলকে বললাম, পাখিটি কি উত্তম! তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি জানেন এ নহরটি কি? আমি বললাম, না। এটা সে কাওছার যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। ওতে সোনা ও চাঁদির পাত্র ছিলো, যা লাল ও সবুজ পাথরের ছোট ছোট মিহি কাঁকরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওর পানিটা দুধের চেয়েও সাদা। তিনি বলেন, আমি ওর পাত্র নিলাম তারপর ঐ পানি এক আঁজলা নিলাম। তা পানও করলাম। তা ছিলো মধুর চেয়েও মিষ্টি ও কস্তুরির চেয়েও সুগন্ধী। জীব্রাইল আমাকে নিয়ে চললেন। শেষে একটি গাছের কাছে পৌঁছালাম। রকমারী মেঘ আমাকে ঢেকে ফেললো। জীব্রাইল আমাকে উপরে তুলে দিলেন। তখন আমি আল্লাহর জন্য সাজদায় পড়ে গেলাম এবং নামায কমাবার জন্য আবেদন করলাম। তা ১০ কমানো হলো। এভাবে মূসার নির্দেশে আমি কয়েকবার উপরে গেলাম। একটি মেঘ আমাকে ঢেকে দিতে থাকলো। আমি সাজদায় পড়ে নামায কমাবার আবেদন করলাম। আল্লাহ তা কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করলেন।

রাসূল (সা) বলেন, মি'রাজের রাতে বিশেষ দ্রষ্টব্যের মধ্যে একটি ছিলো এই যে, আমি জান্নাতের দরজায় লেখা দেখেছি, সদাকার প্রতিদান আসল থেকে ১০গুন বেশী এবং ঋণদানকারীকে ঋণের টাকার ১৮ গুন বেশী নেকী দেয়া হবে। আমি জীব্রাইলকে জিজ্ঞেস করলাম এর কারণ কি যে, ঋণটা উত্তম হয় সদাকার চেয়ে?

তিনি বললেন, তা এজন্য যে, ভিক্ষা দিলে মানুষের একটা অভাব পূরণ হয়। যার জন্য ১ গুনের দানের সওয়াব ১০ গুন হয়। এর বিপরীতে ধার চাওয়া ব্যক্তি, সে কেবলমাত্র তখনই ধার চায় যখন সে একান্ত বাঁধ্য হয়। এমতাবস্থায় তার অভাব

www.pathagar.com

পূরণ হয় এবং সম্মানও বজায় রয়। তাই এটি দু'টি গুনের কারণে ঋণদাতার নেকী ১৮ গুন হয়। (ইবন মাজাহ, হাকিম, তিরমিযী)

আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মদ আমি যে দিন আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছি সেদিন তোমার উপরে এবং তোমার উম্মাতের উপরে ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি। এগুলোকে তুমি এবং তোমার উম্মাত কায়েম করো। তারপর আমার কাছ থেকে মেঘটা সরে গেলো। তখন জীব্রাইল আমার হাতটা ধরলেন। আমি ফিরে এলাম ইব্রাহীমের কাছে। তিনি কিছু বললেন না। তারপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আপনি কি করলেন? হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, আমার প্রতিপালক আমার ও আমার উম্মাতের উপরে ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তিনি বললেন, আপনি এবং আপনার উম্মাত এটা করতে পারবেন না।

তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান তা হালকা করার জন্য প্রার্থনা করুন। তাই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে গেলাম। একটি গাছের কাছে পৌঁছালাম। একটি মেঘ আমাকে ঢেকে দিলো। এমতাবস্থায় জীব্রাইল আমাকে উপরে তুলে দিলেন।

যে রাতে নবী (সা) এর মি'রাজ হয় এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন তখন জান্নাতের এক কোণ থেকে তিনি নরম আওয়াজ শুনতে পান। তিনি (সা) জীব্রাইলকে জিজ্ঞেস করেন, এ আওয়াজ কিসের? তিনি বলেন, এটা আপনার মুয়াযযিন বেলালের স্বর। রাসূল (সা) মি'রাজ থেকে ফিরে এসে বলেন, বেলাল নিঃসন্দেহে সফলকাম হয়েছে। আমি আকাশে তাঁর আওয়াজ শুনেছি। (আহমাদ)

রাসূল (সা) বলেন, তারপর আমি জাহান্নাম দর্শনের সময় একজন লাল রং এর লোককে দেখলাম। যার চোখ দু'টি বিপদজনকভাবে গাঢ় নীল ছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে হে জীব্রাইল! তিনি বললেন, ইনি সালেহ (আ) নবীর উটনীর পা কর্তনকারী ব্যক্তি। (আহমাদ)

রাসূল (সা) বলেন, মি'রাজের রাতে আকাশের জগতে ফেরেশতাদের যে দলেরই পাশ দিয়ে আমি অতিক্রম করছিলাম তখনই তারা আমাকে বলছিল যে, আপনি আপনার উম্মাতকে শিঙ্গা লাগাবার হুকুম দিবেন। (আহমাদ)

১৪ দফা ঃ অনেকে বলেন, মি'রাজের রাতে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ১৪ দফা মূলনীতি নাযীল হয়েছে। তারা দলীল দেন সূরাহ ইসরার ২৩ থেকে ৩৫ নং

www.pathagar.com

আয়াত। এ দাবি সঠিক নয়। কারণ মি'রাজের রাতের পুরস্কার হলো পাঁচ ওয়াক্ত সলাত। সূরা ইসরার ২৩ থেকে ৩৫ আয়াত পরবর্তীতে ওহীর মাধ্যমে দুনিয়াতে নাযীল হয়। অতএব মি'রাজের সাথে একে সংশ্লিষ্ট করা অনুচিত।

আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, সমগ্র তাওরাতের বিধানাবলী সূরা বানী ইসরাঈলের ১৫ আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে।

দি হলি কুরআনের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইউসূফ আলী বলেন, This fixes the date of this opening verse of the sura, thouh portions of the sura may have been a little earlier অর্থাৎ ঐ তারিখেই (মি'রাজের রাতে) এই সূরার প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই সূরাহর কিছু কিছু অংশ ঐ ঘটনার কিছু আগে অবতীর্ণ হয়।

প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, অনেক মুফাসসিরে কুরআন বলেন, এ রাতে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ১৪ দফা মূলনীতি নাযীল হয়েছে। দলীল হিসেবে তাঁরা সূরাহ ইসরার ২৩ থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত পড়তে বলেন। অথচ ঐ মুফাসসির এতটুকু নিশ্চয়ই জানেন যে, মি'রাজে মূলত কেবল পাঁচ ওয়াক্ত সলাতই ফরয করা হয়েছিল।

প্রফেসর ড. শফিকুল্লাহ (র) বলেন, বিশ্বস্ত তাফসীর গ্রন্থসমূহে ১৪ দফার কথা পাওয়া যায় না। মি'রাজের সাথে একে সংশ্লিষ্ট করা উচিত নয়। সূরা ইসরার ২৩ থেকে ৩৫ আয়াত পরবর্তীতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়।

প্রফেসর এ. কে. এম নাজির আহমদ বলেন, মানুষকে পরিশীলিত করার বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া হিসেবে আল্লাহ ফরয করে দিলেন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত। ইসরা ও মি'রাজের অব্যবহিত পরে আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু আয়াত নাযিল করলেন যাতে রয়েছে পবিত্র ও উন্নত সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণের অনুপম নকশা।...যেই সময় নতুন সমাজ ও সভ্যতা গড়ার এই নকশা নাযীল হয় তখনতো মুসলিমদের নিরাপদে দাঁড়াবার একটুও ঠাঁই ছিলো না। সেই সময়টিতে এই আয়াতগুলো নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা জানান দিলেন যে, মুসলিমদের এই দুর্দিন শেষ হবার পথে এবং অল্পকাল পরেই সমাজ ও সভ্যতার নিয়ামক শক্তি হবেন তাঁরাই।

এইচ এম হাবিবুল্লাহ আল কাসেম বলেন, ইবাদাত বান্দেগীর যাবতীয় হুকুম

www.pathagar.com

আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে দুনিয়াতেই প্রেরণ করেছেন। কিন্তু একমাত্র সলাতের হুকুমই আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুকে বিশেষভাবে দা'ওয়াত করে বিশেষস্থানে নিয়ে তারপর বান্দার জন্য উপহার দিলেন।

মাওলানা আব্দুর রহমান বলেন, মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই সূরা ইসরা নাযীল হয়। এ সূরাতে মহানবীর (সা) বিস্ময়কর সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি এ সূরায় এমন কতোগুলো বিধান নাযিল করা হয়েছে যেগুলো বাস্তবায়িত হলে অনিবার্যভাবেই একটি সুন্দর সমাজ ও সভ্যতার আবির্ভাব ঘটবে।

এ সব আয়াতে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তাহলো, ১) আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত (দাসত্ব) করা যাবে না, ২) মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে, ৩) আত্মীয়, মিসকিন ও মুসাফিরদেরকে অধিকার দিয়ে দিতে হবে, ৪) অপব্যয় হতে বিরত থাকতে হবে, ৫) যদি তাদের (অভাবী আত্মীয়, মিসকিন ও মুসাফির) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এ কারণে যে, তুমি আল্লাহর দেয়া রহমাতের সন্ধানে ব্যস্ত, তাহলে তাদের সামনে ভাল কথা বলো, ৬) মিতব্যয়ী হতে হবে, ৭) দারিদ্র্যতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা যাবে না, ৮) ব্যভিচারের কাছে যাওয়া যাবে না, ৯) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যাবে না, ১০) ইয়াতিমের সম্পদের কছে যাওয়া যাবে না, ১১) ওয়াদা পালন করতে হবে, ১২) সঠিকভাবে ওজন করতে হবে, ১৩) যে সম্পর্কে জ্ঞান নেই তার পিছনে লাগা যাবে না, ১৪) কান, চোখ ও অন্তরকে ভাল কাজে ব্যবহার করতে হবে এবং ১৫) পৃথিবীতে অহংকার করে চলা যাবে না।

জাহান্নামের দারোগা মালিক

তিনি নেমে এলেন। তখন রাসূল (সা) জীব্রাইলকে বললেন, আমি এমন কোনো আকাশবাসীর কাছে আসিনি যারা আমাকে স্বাগতম জানাননি এবং আমার দিকে চেয়ে হাসেননি, কেবলমাত্র একজন ছাড়া। আমি তাকে সালাম দিয়েছি। তিনি জবাব দিয়েছেন এবং আমাকে স্বাগতম জানিয়েছেন। কিন্তু ঐ একজন আমার দিকে চেয়ে হাসেননি। জীব্রাইল বললেন, হে মুহাম্মাদ! ইনি জাহান্নামের দারোগা মালিক। আমি যখন থেকে সৃষ্টি হয়েছি তখন থেকে দেখেছি মালিক হাসেননি।

www.pathagar.com

ইনি যদি কারো দিকে চেয়ে হাসতেন, তাহলে আপনার দিকেই চেয়ে হাসতেন।

রাসূল স্বচক্ষে জান্নাত, জাহান্নাম, মাকামে মাহমুদ, হাউযে কাউছার ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আসমানে যেসব নবীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তখন সলাতের সময় হয়ে গেলে তিনি নবীদের সাথে নিয়ে সলাত আদায় করেন। সম্ভবত সেটা সেদিনের ফজরের সলাত হতে পারে। ইবনু কাছীর (র) বলেন, সলাতে নবীদের ইমামতি করার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আসমানে উঠার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে ঘটে। কেননা আসমানে নবীদের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, জীব্রাইল নবীদের সাথে তাঁকে পৃথক পৃথকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পুনরায় পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিলো উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই একাজটি প্রথমে সেরে নেয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব নবী বিদায় দানের জন্য তাঁর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসেন এবং জীব্রাইলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে নেয়ার মাধ্যমে কার্যত ঃ তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়া হয়।

তাঁকে শুরুতে বায়তুল মুকাদ্দাসে ও শেষে সিদরাতুল মুনতাহাতে দুধ, সুরা, মধু ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। কিন্তু তিনি কেবল দুধ গ্রহণ করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে বিদায়ী সলাত শেষে তাঁকে জাহান্নামের দারোগা মালিক ফেরেশতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং তিনি রাসূলকে প্রথমে সালাম করেন। এরপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কাতে ফিরে আসেন।

ফিরাউনের কন্যার অবস্থা

ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন আমাকে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল তখন পাশ দিয়ে একটি পবিত্র সুগন্ধী অতিক্রম করলো। তাই আমি বললাম, হে জীব্রাইল এ পবিত্র সুগন্ধী কি? তিনি বললেন, এটা ফিরাউন

www.pathagar.com

কন্যা মা'শিতাহ ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের সুগন্ধী। সে চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়াতো। একবার তাঁর হাত থেকে চিরুনী পড়ে যায়। তখন সে বলে বিসমিল্লাহ। ফিরাউনের অন্য একটি কন্যা বলে, তাহলে আমার পিতা? মা'শিতাহ বলে, না বরং আমার ও তোমার এবং তোমার পিতার পালনকর্তা আল্লাহ। অন্য কন্যাটি বলে, আমার পিতা ছাড়া তোমার অন্য কোনো পালনকর্তা আছে কি? মা'শিতাহ বললো, হ্যাঁ। সে বললো, তাহলে তুমি ঐ খবরটা আমার পিতাকে দাও। মা'শিতাহ বললো, হ্যাঁ সে খবর আমি তাঁকে দিয়েছি।

ফিরাউন মা'শিতাহ কে ডেকে বললো, আমি ছাড়াও তোমার আর কোনো রব্ব আছে? সে বললো হ্যাঁ। আমার রব্ব এবং আপনার রব্ব সে আল্লাহ যিনি আকাশে আছেন। ফিরাউন একটি পিতলের পাত্র তৈরী করে তা গরম করার নির্দেশ দিলো। তাতে মা'শিতাহ ও তাঁর সন্তানদের ফেলে দেয়ার হুকুম দিলো। তখন মা'শিতাহ বললো, আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। ফিরাউন বললো, তা কি? মা'শিতাহ বললো আপনি আমার এবং আমার সন্তানদের হাড়গুলোকে মাটিতে পুঁতে দিবেন। ফিরাউন বললো, তা-ই হবে। কারণ আমার উপরে তোমার অধিকার আছে। তারপর এক এক করে সবাইকে, এমনকি দুধ পান করা কচি বাচ্চাকেও তাতে ফেলে দেয়া হলো। কচি শিশুটি তাঁর মাকে বললো, হে মা এতে তাড়াতাড়ি আসুন এবং গড়িমসি করবেন না। কারণ আপনি হক্ব পথে আছেন। মা'শিতাহ ও তাঁর সন্তানদের তাতে ফেলে দেয়া হলো।

ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, ৪ জন শিশু কচি বয়সে কথা বলেছিলেন তাঁরা হলেন, এ শিশু (মা'শিতার শিশু), ইউসুফের (আ) সাক্ষী, জুরাইজ এর সঙ্গী এবং মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আ)। (আহমাদ, নাসায়ী, বাযযার)

ফেরেশতাদের আযান ও আত্তাহিয়াতু প্রসঙ্গ

মি'রাজের রাতে রাসূল (সা) যখন আকাশে পৌঁছান তখন তিনি একটু অপেক্ষা করেন। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠান। সে এমন জায়গায় দাঁড়ায় যেখানে এর আগে কেউ দাঁড়ায়নি। তাকে বলা হয় আযান দাও। তখন ফেরেশতা বললো, আল্লাহ আকবার (২ বার), আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমিই আল্লাহ সবচেয়ে মহান। তারপর ফেরেশতা বলে, আশহাদু

www.pathagar.com

আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই। তারপর ফেরেশতা বললো, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে আমিই মুহাম্মাদকে রাসূল করেছি। আর আমিই তাঁকে রক্ষা করবো। তারপর ফেরেশতা বললো, হাইয়া আ'লাস সলাহ, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে, সে আমার অপরিহার্য বিধান ও আমার অধিকার পালনের জন্য লোকদের ডাক দিয়েছে। অতএব যে কেউ ওর ডাকের দিকে একনিষ্ঠভাবে ধাবিত হবে তা তার পাপের খেসারত হবে। তারপর ফেরেশতা বললো, হাইয়া আ'লাল ফালাহ, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি তো এ বিধানটা প্রতিষ্ঠিত করেছি ও এর জন্য অঙ্গীকারও করেছি এবং এর জন্য সময়ও নির্দিষ্ট করেছি। তারপর রাসূলকে বলা হয় আগে চলুন। তাই তিনি আগে বাড়লেন। তখন সমগ্র আকাশবাসী দাঁড়ালো এভাবে তাঁর (সা) শ্রেষ্ঠত্ব সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

আকাশ ভ্রমণের সময় রাসূল (সা) ফেরেশতাদের রকমারী ইবাদাতে লিপ্ত পান। কিছু ফেরেশতা হাত বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায়, কিছু ফেরেশতা রুকুতে যারা কখনো মাথা তোলেন না, কিছু ফেরেশতা সব সময় সাজদারত অবস্থায় এবং কিছু ফেরেশতা সব সময় বসা ছিলেন। ফেরেশতাদের ঐ সমস্ত ইবাদাতকে আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদির জন্য একটি রাকাতে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। যাতে উম্মাতে মুহাম্মাদির ইবাদাত সমস্ত ফেরেশতাদের ইবাদাতের সংমিশ্রণ ও সারাংশ হয়ে যায়।

আত্তাহিয়াতু ঃ মি'রাজে রাসূল আত্তাহিয়াতু প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে ব্যাপকভাবে একটি কথা চালু আছে, যা মিরক্বাত, রদ্দুল মুহতার, মিসকুল খিতাম প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ, ইবন মালেক বলেন, বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) যখন মি'রাজে যান তখন তিনি আত্তাহিয়াতু দ্বারা আল্লাহর গুণ বর্ণনা করেন। আল্লাহ বলেন, আসসালামু আ'লাইকা ইয়া আয়যুহান নবী। তখন নবী (সা) বলেন, আসসালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস সলিহিন। জীব্রাইল বলেন, আশহাদু..... রসূলুহ'।

বিংশ শতাব্দীর সূক্ষ্মদর্শী ভাষ্যকার আল্লামা উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী উক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, বর্ণনাটির সূত্র আমি খুঁজে পাইনি। যদি এটা প্রমাণিত হতো তবে কতোই না সুন্দর ব্যাখ্যা হতো এটা। (মিরআত)

www.pathagar.com

অতএব উপরোক্ত বর্ণনাটির কোনোরূপ সনদ বা সূত্র যাচাই না করেই মোল্লা আলী কারী হানাফী মন্তব্য করেন যে, এ বক্তব্যের দ্বারা তাশাহহুদে রাসূলকে (হে নবী বলে) সম্বোধন করার কারণ প্রকাশিত হয়েছে। আর এর মাধ্যমে সলাতের শেষে রাসূলের মি'রাজের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যা মুমিনদের জন্য মি'রাজস্বরূপ। (মিরক্বাত)

সম্ভবত তাকে অনুসরণ করেই পরবর্তী লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে এটা উদ্ধৃত করে গেছেন। আমার মতে, ভিত্তিহীন বক্তব্য থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

আবু বকরের (রা) সিদ্দিক উপাধি লাভ

রাসূল (সা) মি'রাজ থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। সকালে কুরাইশদের কাছে গিয়ে তিনি মি'রাজের খবরটা দিলেন। তখন অধিকাংশ লোক বললো, আল্লাহর কসম! এটা আশ্চর্যজনক অমান্যযোগ্য ঘটনা। আল্লাহর কসম! একটি উট এক মাস দৌড়ালে মক্কা থেকে সিরিয়া পৌঁছাবে এবং এক মাসে ফিরে আসবে। তাহলে মুহাম্মাদ ওখানে ১ রাতে যেতে ও ফিরে আসতে পারে কি? ফলে বেশ কিছু মুসলিম তা অস্বীকার করে কাফির হয়ে যায়। লোকেরা আবু বকরের কাছে গিয়ে বলে, তুমি কি তোমার সাথীর ব্যাপারে কোনো খবর রাখো?

সে তো দাবি করেছে যে, সে আজকের রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে নামায পড়েছে এবং আবার মক্কায় ফিরে এসেছে। আবু বকর তাদেরকে বলেন, আপনারা কি তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছেন? তারা বললো, হ্যাঁ। তুমি গিয়ে দেখো সে মসজিদে হারামে বসে ঐ বর্ণনা শুনাচ্ছে। তখন আবু বকর বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি যদি ওকথা বলে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই সত্য বলেছেন। তা আপনাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করছে কেন?

আল্লাহর কসম! তিনি তো আমাদেরকেও এমন খবর দেন, যা তিনি আল্লাহর কাছ থেকে রাত ও দিনের এক মুহূর্তে আকাশ থেকে যমীনে নিয়ে আসেন। আমি সেটাকে সত্য বলে থাকি। তাহলে এটা কি আপনাদের বিস্ময়ের বাইরে নয়? তারপর তিনি আগে বাড়লেন। পরিশেষে রাসূলের (সা) কাছে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি লোকদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি আজকের রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

www.pathagar.com

আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর নবী! তাহলে আপনি ওর বর্ণনা দিন আমার কাছে। কারণ আমি ওখানে অবশ্যই গেছি। রাসূল (সা) বলেন, তখন (আল্লাহর তরফ হতে) বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র আমার সামনে তুলে ধরা হলো। রাসূল (সা) আবু বকরের সামনে তার বর্ণনা দিতে লাগলেন।

আবু বকরও বলতে লাগলেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। ঐ বর্ণনা শেষ হলো তখন রাসূল (সা) আবু বকরকে বললেন, হে আবু বকর! আপনি সিদ্দিক (সত্যবাদী)। তাই আজ থেকে তিনি তাঁর নাম রাখলেন সিদ্দিক।

কাফির হওয়া প্রসঙ্গ

এক রাতে রাসূলকে (সা) মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। তারপর ঐ রাতেই তিনি মক্কা ফিরে এসে সকালে লোকদেরকে তাঁর ভ্রমণের বর্ণনা দেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের চিহ্ন ও তাদের কাফেলার কথা বর্ণনা দেন। তখন কিছু লোক বলে আমরা মুহাম্মাদকে সত্য বলে মানি না ঐ ব্যাপারে যা তিনি বর্ণনা করেছেন। ফলে তারা ইসলাম ত্যাগ করে কাফির মুরতাদ হয়ে যায়। তাই (আল্লাহ) আবু জাহেলের সাথে ওদের গর্দান ফয়সালা করে দেন (বদরের যুদ্ধের দিনে)। (আহমাদ)

এমতাবস্থায় আবু জাহেল বলে, মুহাম্মাদ আমাদেরকে কাঁটা গাছ যাককুমের ভয় দেখাচ্ছেন। তোমরা খেজুর ও মাখন আনো ওটাকে যাককুম বানাও। আর সে নাকি দাজ্জালকে তার আসল রূপে দেখেছে। তার নাকি আসল চোখে, স্বপ্নের চোখে নয়। আর সে ঈসা, মূসা এবং ইব্রাহীমকেও (আ) দেখেছে। নবীকে দাজ্জালের আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, আমি তাকে দেখেছি সবুজ মিশ্রিত ফর্সা। তার একটি চোখ দাঁড়িয়ে আছে চমকানো তারকার মতো। তার চুল যেন একটি গাছের বহু ডালপালা আর আমি দেখেছি ঈসাকে একজন যুবক, কোঁকড়ানো চুল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাতলা পেট ও গলা পুরুষের মতো। আর আমি মূসাকে দেখেছি কালছে মিশ্রিত হলদে রং, বহু চুলওয়ালা ও হৃষ্টপুষ্ট। আর আমি ইব্রাহীমকে দেখেছি তাঁকে দেখে মনে হয়েছে তোমাদের সাথীর (আমার) মতো।

www.pathagar.com

মুশরিকদের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা)

রাসূল (সা) যখন লোকদেরকে মি'রাজের খবরটা দিলেন তখন জুবাইর ইবন্ মুতইম দাঁড়িয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ তুমি তো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ঐকথাগুলো বলছো। তোমার এমন মর্যাদা কোথায়? তখন একজন লোক উঠে বলে, হে মুহাম্মাদ আপনি কি উমুক উমুক জায়গাতে আমাদের উটের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছেন? তিনি (সা) বললেন, হ্যাঁ। আমি তাদেরকে উমুক উমুক জায়গাতে পেয়েছি।

তাদের একটি লাল উটনি চোট পেয়েছিল, তাদের কাছে পানির একটি পাত্র ছিলো। যাতে আমি পানি পান করেছি। তারা বললো, আপনি আমাদেরকে ওর সংখ্যা এবং রাখালদের সংখ্যার খবর দিন। তিনি (সা) বললেন, আমি ওর গণনার ব্যাপারে অন্য মনস্ক ছিলাম। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। উটের পাল তাঁর সামনে আনা হলো। তিনি সেটাকে গুনে নিলেন এবং ওদের রাখালদের চিনে নিলেন। তারপর তিনি কুরাইশদের কাছে এলেন। তিনি বললেন, আপনারা আমাকে উমুক বংশের উটের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা এরূপ এরূপ। আর তার রাখাল উমুক উমুক। আপনারা আমাকে উমুক বংশের উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা এরূপ এরূপ। আর ওর মধ্যকার রাখালের মধ্যে আছেন আবু কুহাফার বেটা একজন এবং উমুক উমুক।

আর ঐ দলটার সাথে কাল সকালে সানিয়াহ নামক জায়গাতে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। তাই তারা সানিয়াতে বসে পড়লো এই অপেক্ষায় যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য কি না? তারা উটগুলোকে স্বাগতম জানালো, তাই তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের নিকট পান পাত্র ছিলো কি? আবু বকর বললেন, আল্লাহর কসম! আমিই ওটাকে রেখেছিলাম। ওটাতে আর কেউ পান করেনি এবং ওটাকে যমীনে ফেলেও দেয়নি। আবু বকর ঐ বর্ণনাকে সত্য বলে মেনে নেন এবং ওটাকে বিশ্বাস করেন। ফলে ঐদিন থেকেই তাঁর নাম সিদ্দিক রাখা হয়।

www.pathagar.com

মি'রাজ অস্বীকারের ফলে উতবার পরিণতি

আবু লাহাব ও তার পুত্র উতবাহ একবার সিরিয়া সফরের জন্য প্রস্তুতি নেয়। তখন হান্নাদ ইবনুল আসওয়াদ তাদের সাথী হন। তিনি বলেন, ঐ সময় আবু লাহাবের পুত্র উতবাহ বললো, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই মুহাম্মাদের কাছে যাবো এবং তাঁর পালনকর্তার ব্যাপারে তাঁকে নিশ্চয় যন্ত্রণা দিয়ে আসবো। তাই সে বললো, হে মুহাম্মাদ আমি তো তাঁকে অস্বীকার করি 'যে ব্যক্তি (মি'রাজে গিয়ে) আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছে, কিংবা ওর চেয়েও কাছাকাছি হয়েছে।'

একথা শুনে নবী (সা) বললেন, আল্লাহ গো! তুমি তোমার কুকুরগুলোর মধ্য হতে একটি কুকুর ওর উপর চাপিয়ে দাও। সে তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলো এবং নিজ পিতার কাছে পৌঁছে গেলো। তারপর সে সেই বর্ণনা দিলো যে কথা সে মুহাম্মাদকে বলেছিল। আবু লাহাব বললো, প্রত্যুত্তরে মুহাম্মাদ তোমাকে কি বললো? সে বললো, আল্লাহ গো! তুমি তোমার কুকুরগুলোর মধ্য হতে একটি কুকুর ওর উপর চাপিয়ে দাও।

একথা শুনে আবু লাহাব বললো, হে বৎস! আমি মুহাম্মাদের বদ দো'আ তোমার জন্য নিরাপদ মনে করছি না। হান্নাদ বলেন, তারপর আমরা সফরে চললাম। পরিশেষে এক সন্ন্যাসীর গির্জার কাছে একটি মাঠে আমরা নামলাম। তখন সন্ন্যাসী বললো, হে আরবের দল! কোন জিনিস তোমাদেরকে এখানে নামালো? কারণ এ জায়গাটা এমন যেখানে বাঘ আসে, ভেড়াও আসে। তখন আবু লাহাব তার সাথীদের বলেন, আপনারা নিশ্চয় আমার বুড়ো বয়সটা এবং আমার (এ বয়সের) অধিকারটা লক্ষ্য করেছেন। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) আমার পুত্রের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি ঐ অভিশাপ থেকে একে নিরাপদ মনে করছি না।

তাই আপনারা আপনাদের আসবাবপত্র ঐই গির্জার কাছে এক জায়গায় জমা করুন এবং এর উপরে আমার পুত্রের শোবার ব্যবস্থা করুন। তারপর আপনারা ওর চারপাশে নিজেদের বিছানা বিছান। আমরা তাই করলাম। রাতে একটি বাঘ আসলো। তারপর সে আমাদের সবার মুখ শুঁকলো সে যখন তার কাঙ্ক্ষিত

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে পেলো না, তখন সে লাফ দিয়ে আসবাবপত্রের উপরে পড়লো। তারপর সে উতবার মুখ শুঁকলো। তাকে ফেড়ে ফেললো এবং তার মাথাটা চূর করে দিলো। তখন আবু লাহাব বললো, আমি অবশ্যই বুঝতে পারছিলাম যে, সে মুহাম্মাদের অভিশাপ থেকে বাঁচতে পারবে না।

উৎসব, ইবাদাত, সলাতুর রাগায়েব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

উৎসব, ইবাদাত ঃ মহানবীর (সা) জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর, তাৎপর্যপূর্ণ ও অলৌকিক ঘটনা হল, মি'রাজ। এই রাতে যেসব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে তা অন্য কোনো রাতে ঘটেনি। এজন্য এ রাত অতি মূল্যবান। এর অর্থ এই নয় যে, এই রাতে বিশেষ ইবাদাত করতে হবে, উৎসব করতে হবে, মজলিস করতে হবে ইত্যাদি।

নবীর (সা) সাহাবীরা এ রাতে কোনো উৎসব করেননি অথবা এই রাতকে তাঁরা বিশেষ মর্যাদাও দেননি। তাই এই রাতে কোনো বিশেষ ইবাদাত করা, উৎসব করা, মজলিস করা ইত্যাদি শরী'আত সম্মত নয়।

কোনো কোনো বইতে ঐ রাতে বিশেষ নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। যেমনঃ প্রথম রাকাতে সূরাহ ফাতিহার পর ১০০ বার আয়াতুল কুরসী এবং ২য় রাকাতে সূরাহ ফাতিহার পর ১০০ বার সূরা ইখলাস পড়তে হবে। যে ব্যক্তি ঐভাবে ২রাকাত নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে নির্ধারিত স্থানটি না দেখা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না।

বিশিষ্ট আলিম আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন, ঐরূপ বিশেষ নামাযের কোনো দলীল পাওয়া যায় না। তা ভিত্তিহীন নামায।

নামায হলো মুমিনদের মি'রাজ। এটা সনদহীন বহুল প্রচলিত জাল হাদীস। এ ধরনের কথা হতে বিরত থাকতে হবে। নামায সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস আছে, সেসব বলতে হবে।

মি'রাজের রাত ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করা, ঐরাতে ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠান করা, যিক্‌র-আযকার করা, শাবীনা খতম ও দু'আর অনুষ্ঠান করা, মীলাদ ও ওয়ায মাহফীল করা (সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করা), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, সরকারী ছুটি ঘোষণা (এতে জাতীয় অর্থনীতির বিশাল ক্ষতি হয়), উদ্ভট গল্পবাজী,

www.pathagar.com

আতশবাজী, আলোক সজ্জা, কবর যিয়ারাত, দান-সদাকা করা, এ মাসে অধিক সওয়াবের আশায় ওমরাহ করা ইত্যাদি সুস্পষ্ট বিদ'আত।

এছাড়া মি'রাজের রাত নিয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়নি। বাজারে যেসব বইতে ২৭শে রজবের কথা পাওয়া যায় এর বিশুদ্ধ কোনো প্রমাণ নেই (এ বর্ণনাটি রাসূল (সা) থেকেও নেই)।

উমার (রা) দেখলেন, একদল লোক রজব মাসে গুরুত্বসহ রোযা রাখছে। তিনি তাদের ধরে আনলেন এবং বললেন, তোমরা আমার সামনে খাও এবং প্রমাণ করো তোমরা রোযা নেই। উমার (রা) স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, শরয়ী দলীল ব্যতীত কোনো কিছুই (বিদ'আত) গ্রহণযোগ্য নয়।

শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায (র) বলেন, মি'রাজের তারিখ মানুষকে ভুলিয়ে দেয়ার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট রহস্য রয়েছে। এর তারিখ যদি নির্ধারিতও থাকত, তবুও সে তারিখে মুসলিমদের বিশেষ কোনো ইবাদাত এবং অনুষ্ঠান জায়েয হতো না। কেননা নবী ও তাঁর সাহাবীরা এর জন্য কোনো অনুষ্ঠান করেননি এবং এ উপলক্ষে কোনো কিছু উদযাপনের জন্য নির্ধারিত করেননি। অতএব বুঝা গেলো, শবে মি'রাজের আনুষ্ঠানিকতা ও তার মর্যাদা জ্ঞাপন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রফেসর ড. হাফেয এ.বি.এম হিজবুল্লাহসহ আরো অনেকে বলেন, প্রতিবছরই আমাদের মাঝে রজব মাস আসে। আমরা প্রত্যেক্ষ করি একদল মুসলমান রাসূলের (সা) মি'রাজ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। রজবের ২৭শের রাতে বিভিন্ন রীতি নীতি ও ইবাদত পালন করে যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনুমোদন নেই। এ ধরনের ইবাদত রাসূল (সা) ও সাহাবীরা পালন করেননি।

প্রফেসর ড. মোঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, 'রজব মাসের ফযীলাত এই যে, এটি চারটি সম্মানিত মাসের অন্যতম। বাকী তিনটি হল, যুলক্বা'দাহ, যুলহজ্জাহ ও মুহাররম। এ চার মাসে মারামারি, খুনাখুনি নিষিদ্ধ। জাহেলী আরবরাও এ চার মাসের সম্মানে আপোষে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখতো। ইসলামেও তা বহাল রাখা হয়েছে। (তাওবাহ, ৩৬)

অতএব এমাসের সম্মানে মারামারি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে দূরে থাকা বড় নেকীর কাজ। উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে আরবরা রজব মাসের বরকত হাসীলের

www.pathagar.com

জন্য তার প্রথম দশকে তাদের দেব- দেবীর নামে একটি করে কুরবানী করতো। **আতিরাহ** বা **রাজাবিয়াহ** বলা হতো। ইমাম তিরমিযী বলেন, রজব মাসের সম্মানে তারা এ কুরবানী দিতো। কেননা এটি চারটি নিরাপদ ও সম্মানিত মাসের প্রথম মাস। কেউ কেউ তাদের পালিত পশুর প্রথম বাছুর দেব- দেবীর নামে কুরবানী করতো তাদের মালে প্রবৃদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে, যাকে **ফারা** বলা হত। রাসূল এসব নিষেধ করে দেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

দুর্ভাগ্য আজকের মুসলিমরা জাহেলী আরবদের অনুসরণে রজব মাসের নামে হরেক রকমের বিদ'আত করছে, অথচ আল্লাহর হুকুম মেনে তার সম্মানে আপোষে হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখতে পারেনি।

সলাতুর রাগায়েব ঃ অনেকে রজব মাসের প্রথম জুমু'আর দিনে সলাতুর রাগায়েব আদায় করে থাকেন। ইমাম গাজ্জালী (র) ও বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, রজব মাসের প্রথম জুমু'আর দিন মাগরিব ও এশার মাঝখানে কেউ যদি ১২ রাকাত নামায (তাঁদের বর্ণিত বিশেষ ঢঙে) আদায় করে তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, গাছের পাতা ও বালুকারাশির মতো অসংখ্য হয়।

এ নামায সম্পর্কে নবাব সিদ্দিক হাসান খান বলেন, এ নামায কোনো সহীহ, কিংবা হাসান, অথবা যয়ীফ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। বরং মুহাদ্দিসগণ একে বিদ'আত বলেছেন। মুহাদ্দিস আবুশামাহ বলেন, এহইয়াতে এ নামাযের বর্ণনা থাকায় অনেকে ধোঁকায় পড়েছেন। কিন্তু হাদীসের হাফিযগণ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে জাল বলেছেন। হাফিয আব্দুল খাত্তাব বলেন, সলাতুর রাগায়েবের হাদীসটি জাল করার অপবাদ আলী ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ জাহযামের উপর দেয়া হয়।

আল্লামা সূয়ুতি বলেন, এ হাদীসটিও জাল হাদীস। আল্লামা শামী বলেন, এ নামাযটি বিদ'আত। মুরয়্যার দুই ব্যাখ্যাকার বলেন, এ ব্যাপারে যা যা বর্ণিত আছে সে সবই জাল হাদীস। এ নামাযটি ৪৮০ হিজরির পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। হাফিয ইবন্ হাজার, হাফিয যাহাবী, আল্লামা ইরাকী, ইবনুল জাওযী, ইবন্ তাইমিয়া, ইমাম নববী ও সূয়ুতি (র) উক্ত হাদীসকে জাল বলেছেন।

মি'রাজ রজনীতে ৩০ হাজার ইলম আল্লাহ নবীর কলবে আমানত রাখেন। নবী

www.pathagar.com

তাঁর অত্যাধিক প্রিয় সাহাবী এবং আসহাবে সুফফা ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ লোকের নিকট সেই আমানত ব্যক্ত করেননি। কথাগুলো আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা। এ থেকে বিরত থাকতে হবে।

নবীজী মি'রাজে আল্লাহর আরশে গিয়ে জুতা খোলেন। এ ধরনের কথা শোনা যায়। এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এ থেকে বিরত থাকতে হবে।

মি'রাজ অস্বীকারের ফলে পুরুষ নারীতে পরিণত হয়েছে। এটাও সম্পূর্ণ জাল মিথ্যা কথা। এ থেকে বিরত থাকতে হবে।

মি'রাজে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়াতু) লাভ হয়েছে বলা হয়। এটাও সঠিক নয়।

মুহূর্তের মধ্যে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে বলা হয়। এটাও সঠিক নয়।

২৭শে রজব অনেকে ইবাদতের কথা বলে। এসবই বিদ'আত।

শেষকথা

মি'রাজের আলোচনার শেষে এসে বলতে পারি, মহানবীর (সা) জীবনের শ্রেষ্ঠ মু'জিযা হলো মি'রাজ। মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ ইসরা এবং পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে ভ্রমণ মি'রাজ। পবিত্র কুরআনের আয়াত ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস এবং গতি বিজ্ঞান (Dynamics) প্রমাণ করেছে নবীজীর (সা) মি'রাজ দৈহিকভাবে সংঘটিত হয়েছে। নবীজী মি'রাজের রাতে আল্লাহ তা'আলার নূর দেখেছেন। (মুসলিম, মিশকাত)

আল্লাহ তা'আলাকে স্বরূপে দেখেননি। (আর রাহীক্ব)

আল্লাহর অনেক নিদর্শন দেখেছেন। (সূরাহ নাজম, ১৮ ও ত্বাহা, ২৩) জীব্রাইলকে দেখেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

মি'রাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হল, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত। এ সলাতের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। মি'রাজকে কেন্দ্র করে অনেক বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে। যেসব নবীজী (সা) ও সাহাবীরা করেননি। এ গ্রন্থে সেসব আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিদ'আত হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ সব বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম) আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সর্বক্ষেত্রে সুন্নাত আঁকড়িয়ে ধরা এবং বিদ'আত পরিত্যাগ করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

- আল কুরআনুল কারীম
- বুখারী শরীফ
- মুসলিম শরীফ
- সুনান নাসায়ী
- সুনান আবু দাউদ
- সুনান ইবন মাজাহ
- জামে তিরমিযী
- মুসনাদে আহমাদ
- সহীহ ইবন হিব্বান
- মিশকাত শরীফ
- ইবন হাতিম
- ইবন মানসুর
- ইবন খুযাইমা
- বায়হাকী
- বাযযার
- ইবন মারদোভিয়াহ
- আবু ইয়ালা
- ইবন আবি শাইবা
- যাদুল মাআদ
- ফাতহুল বারী
- তাফসীরে কুরতুবী
- তাফসীরে মাআরেফুল
- তাফসীর ইবনে কাছীর
- তাফসীরে ফাতহুল বায়ান
- তাফসীরে দূররে মানসুর
- তাফসীরে রুহুল মাআনি
- তাফসীরে কাবীর

www.pathagar.com

- তাফহীমুল কুরআন
- পয়গম্বর আযম ওয়া আখির
- আর রাহীক্ব
- দালায়িলুন নবুওয়াহ
- আল ইসরা ওয়াল মি'রাজ
- তাওয়ারিখে মুহাম্মদী
- ইবন হিশাম
- রসূলে রহমাত
- পয়গম্বরে আলম
- সীরাতুননবী
- সীরাত ইবন ইসহাক
- আর রওযুল উনুফ
- আল ইতিছাম
- আশ শিফা
- শারহে আকায়িদ নাসাফী
- হাকিকতে মাযহাবুল ইত্তেহাদিয়া
- খাসায়িসুল কুবরা
- মা সাবাতা বিস সুন্নাহ
- আল বায়িস
- ইসলাহুল মাসাজিদ
- আল লাআলিল মাসনুআহ
- রদ্দুল মুহতার
- আল আমরু বিল ইত্তিবা ওয়ান নাইয়ু আনিল ইবতিদা
- কামুসুল মুহীত
- সীরাতে সাইয়িদুল আম্বিয়া
- ত্ববাকাত ইবন সাদ
- রহমাতুল লিল আলামিন
- মি'রাজে বিশ্বনবী (স)
- এহইয়াহ উলূমিদ্দীন (বাংলা)
- গুনীয়াতুত তলেবীন (বাংলা)

www.pathagar.com

- হাদীসে কুদসী
- দি হলি কুরআন
- মি'রাজ ও তার উপহার
- মি'রাজুন্নবী (স)
- বিশ্ব নবীর মি'রাজ
- ইসরা ও মি'রাজ
- তাওহীদ সংরক্ষণ
- জুমু'আর আদর্শ খুতবা
- মি'রাজ কি ও কিভাবে হয়েছিল?
- The exploration of space.
- One Two Three.....infinity.
- The universe around us.
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মি'রাজ
- মি'রাজ সম্পর্কে বিজ্ঞান কি বলে?
- মি'রাজ শারীরিক আধ্যাত্মিক না স্বাপ্নিক ঃ একটি বিজ্ঞানধর্মী পর্যালোচনা
- স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্য
- রসূলুল্লাহর মি'রাজ
- মি'রাজ ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা
- মহানবীর মিরাজ ঃ অনন্য এক মু'জিযা
- মিরাজের তাৎপর্য
- দৈনিক ইনকিলাব
- দৈনিক ইত্তেফাক
- দৈঃ সানশাইন
- দৈঃ নতুন প্রভাত
- মাসিক আত-তাহরীক
- মাসিক পৃথিবী
- মাসিক মুসলিম ডাইজেস্ট

www.pathagar.com

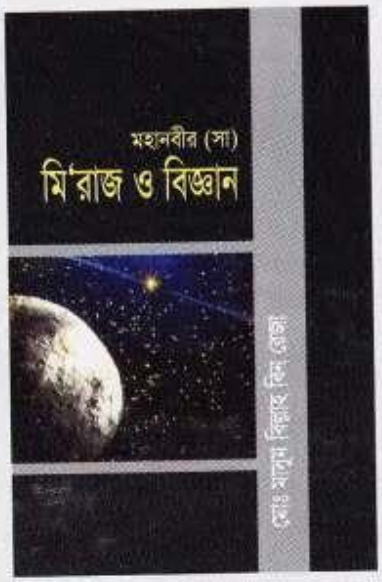

RAQS Publications

ISBN : 978-984-90135-0-1

www.pathagar.com